বুদ্ধ-পরিচয়।

ও

বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

চট্টগ্রাম বৈদ্যপাড়া বৈদ্যানীর বিহারে

শ্রীনবরাজ বড়ুয়া বিরচিত।

কলিকাতা।

৪৯ নং ফিয়ার লেন, কলুটোলা ষ্ট্রীট—

মোহন-প্রেসে,

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

২৪৩৭ বুদ্ধাব্দ,—১২৫৫ মগাব্দ।

১৮৯৪।

নমঃ ত্রিরত্নায় ।

সুহৃদ্ব প্রবর,—

আপনার পরম পবিত্র পদ্য বিরচিত "বুদ্ধ-পরিচয়" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থখানি প্রীতিকর এবং তাহার রচনা প্রাঞ্জল ও সুমধুর হইয়াছে। বাস্তবিক, এই সহজবোধ্য সরল গ্রন্থখানি, প্রত্যেক বৌদ্ধ নরনারীর যথার্থই ভূষণ স্বরূপ সন্দেহ কি?

আপনার একান্তই স্নেহাভিলাষী

শ্রীরমেশচন্দ্র ভিক্ষু।

১২৫৩ মগাব্দ }
৮ই অগ্রহায়ণ। }

চট্টগ্রাম—বৈদ্যপাড়া
বৈদ্যানি-বিহার।

বিজ্ঞাপন।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ইহাতে এমন অনেক বৌদ্ধ নর নারী আছেন, যাঁহারা ভগবান বুদ্ধদেবের সাধারণ পরিচয় ও তাঁহার অপূর্ব্ব-জীবনের গুটিকতেক ঘটনাও, পরিজ্ঞাত নহেন। হায়! বৌদ্ধগণের পক্ষে ইহা কি কম ক্ষোভ ও আক্ষেপের বিষয়?

প্রায় সাত আট বৎসর অতীত হইল, পাঠ্যজীবন পরিত্যাগ করিয়া, আমি এই বহিখানি রচনা করি। ইহা আমার অতি আদরের ধন; অর্থাভাব হেতু, এতদিন ইহা সাধারণের গোচর করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারি নাই। এই অঞ্চলের কয়েকজন ভিক্ষু মহোদয়ের সাহায্যে এখন বহিখানি সাধারণ্যে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার ভাষা সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, পাঠকগণ তাহা বিচার করিবেন। যদি এতদ্দ্বারা অস্মদ্দেশীয় বৌদ্ধ নর নারীর মধ্যে, ভগবান বুদ্ধের সম্যক্ পরিচয় ও তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের গুটিকতেক সংক্ষিপ্ত বিষয়ের, অধিকার জন্মে, তবে আমি বিপুল সুখী ও কৃতার্থ হইব।

ইহার অধিকাংশই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার

মিত্র মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ "বুদ্ধদেব-চরিত" অবলম্বনে রচিত। তদ্ভিন্ন, মহাত্মা স্বর্গীয়সাধু অঘোরনাথের "শাক্যমুনি চরিত" ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রতসামশ্রমী মহাশয়ের "কারণ্ডব্যূহ মহাযান সূত্র রত্নরাজ"ও অবলম্বন করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, আমি তাঁহাদের নিকট প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি

চৈত্র, ১২৫৫ মগাব্দ
দ্যোনীর বিহার, চট্টগ্রাম। } শ্রীনবরাজ বড়ুয়া।

বিজ্ঞাপন।

পরীক্ষোত্তীর্ণ—শ্রীঅম্বিকাচরণ বড়ুয়া নেটিভ ডাক্তার ৪৮।১নং কপালিটোলা লেন পোঃ অং বহুবাজার কলিকাতা।

ইনি সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ও মফঃস্বলে সামান্য ফিয়েতে অতি যত্নসহকারে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। মফঃস্বলবাসী ডাক্তার ও কবিরাজের অর্ডার পাইলে কলিকাতার দরে ঔষধাদি ডাকে বা লোকের দ্বারা পাঠাইয়া থাকেন।

ইনি কলিকাতা ক্যাম্বেল স্কুল, মেডিক্যাল স্কুল, চাঁদনী ও পাথুরিয়া ঘাটার মেও হাসপাতাল প্রভৃতিতে কঠিন২ রোগ-চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

সূচিপত্র।

চট্টগ্রামস্থ নিম্নলিখিত ভিক্ষু ও গৃহি মহোদয়গণের নিম্নলিখিতরূপ অর্থ সাহায্যে এই বহিখানি প্রকাশিত হইল।

নাম	বাসস্থান	দেয়সংখ্যা
শ্রীযুক্ত রাজগুরু অমরসিংহ মহাথের	সুমঙ্গল রাজবিহার, রাজনগর।	১

নাম	বাসস্থান	দেয়সংখ্যা
” নবীনচন্দ্র মহাথের…ধর্ম্মানন্দ-বিহার, মরিয়ামনগর।		১০৲
”ভগবানচন্দ্র ভিক্ষু…ধর্ম্মালঙ্কার-বিহার, রমতিয়া।		১০৲
” রমেশচন্দ্র ভিক্ষু…করৈলডেঙ্গা		১০৲
” চন্দ্রকুমার ভিক্ষু…চৌধুরীর বিহার, বৈদ্যপাড়া।		১০৲
” নবচন্দ্র ভিক্ষু…পূর্ণচন্দ্র বিহার, কেঁয়াগর		৫৲
৺ রাজারাম ভিক্ষু…কানাইমাদারি বিহার		৩৲
শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দ ভিক্ষু সুখানন্দবিহার পাটনদণ্ডী		৫৲
” শশিকুমার ভিক্ষু…রত্নাঙ্কুর-বিহার, সাতবাড়িয়া।		৫৲
” নবচন্দ্র ভিক্ষু…ভাণ্ডালগাঁও বিহার		৫৲
” সতীশচন্দ্র ভিক্ষু…জ্ঞানোদয় বিহার মুরালী		৫৲
”নবীনচন্দ্র ভিক্ষু…বড়িয়াবিহার, চাটারা		৫৲
” কৃপাশরণ ভিক্ষু ২১।১৬ নং মহানগর বিহার, বহুবাজার, কলিকাতা		৫৲

নাম বাসস্থান [illegible]

১৪। ”নিত্যানন্দ ভিক্ষু ··· নজরের টিলা বিহার—৫

১৫। ”বাসিরাম ভিক্ষু ··· সোনাইছড়ি রাজবিহার—৫

১৬। ”গোপীরাজ বড়ুয়া ও শিক্ষক নূতনচন্দ্র বড়ুয়া

বৈদ্যপাড়া —৫

এখানে আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই বহিখানির প্রকাশ-কার্য্যে, বাথুয়াধর্ম্মাঙ্কুরবিহার নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভিক্ষু, ঠেগরপুনি-বিহার নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভিক্ষু ও সুমঙ্গল রাজ-বিহার নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ শ্রামণের মহাশয়গণ বিলক্ষণ শারীরিক ও বাচনিক সাহায্য করিয়াছেন।

গ্রন্থকার

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২	৮	পাত্র	পাত্রী
৩৩	১	দণ্ডপানি	দণ্ডপাণি
ঐ	৩	কুমারের	কুমারেরে
ঐ	১৫	দণ্ডপানিব	দণ্ডপাণিব
ঐ	১৬	ছায়ানুরূপানী	ছায়ানুরূপিনী
৩৪	১৬	শতাবগুণ্ঠনে	শতাবগুণ্ঠনে
৩৬	৬	ব্যধি	ব্যাধি
৪১	১১	সম্মিলন	সম্মিলন
৪২	৮	কাপিতেছে	কাঁপিতেছে
৪৭	১৯	স জ্ঞা	সংজ্ঞা
৫৮	১৬	উল্লাসিত	উলসিত
৫২	১	বুদ্ধকুর	বুদ্ধাঙ্কুর
৬১	১১	বুদ্ধাঙ্কুরে	প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে
৬২	৬	উর্দ্ধদিকে	উর্দ্ধদিকে
৬৫	৪	মনিময়	মণিময়
৬৬	১৩	মাহানন্দ	মহানন্দ
[illegible]	১৭	বারানসীর	বারাণসীর
৭২	১৪	মহামন্দে	মহানন্দে
[illegible]	১৯	১১৬	১১৯
৭৬	১৯	উর্দ্ধমুখে	উর্দ্ধমুখে
৮২	১৮	বারানসীর	বারাণসীর
[illegible]	১২	বুদ্ধধর্ম্ম	বুদ্ধ-ধর্ম্মে
[illegible]	১৪	তায়	তার
[illegible]	১২	বাহুল	রাহুল
ঐ	১৭	ওই	অই

[illegible] চিহ্নাদির যাহা কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, বাহুল্যভয়ে [illegible] [illegible]।

বুদ্ধ-পরিচয়।

ও

বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বুদ্ধ-বন্দনা।

ওহে প্রভু বুদ্ধদেব! অগতির গতি।
তব পদাম্বুজে মম সাষ্টাঙ্গ প্রণতি॥
অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।
পতিতে উদ্ধার কর দিয়ে শ্রীচরণ॥
তুমি বিনে মম আর নাহিক আশ্রয়।
ভবের বন্ধন ছিন্ন কর, দয়াময়!
ত্রিভবের সার তুমি অনাথ শরণ।
অজ্ঞানে সুজ্ঞান দানে তুমি বিচক্ষণ॥
তোমার মহিমা নাথ! বর্ণিবার তরে।
দেবতা মানবে অহো! কিবা শক্তি ধরে?

ত্রিভুবন জরা ব্যাধি দুঃখপূর্ণ হে'রে।
রাজপুত্র হ'য়ে তুমি রাজভোগ ছে'ড়ে॥
সহিয়া, যতেক কষ্ট লভিলে নির্ব্বাণ।
স্মরিলে সে দুঃখ তব কেঁ'দে উঠে প্রাণ॥
তোমার কৃপার কথা হইলে অন্তরে।
না কেঁদে থাকিতে কিরে পারে দেব নরে?
জলজ অদৃশ্য অহো! ক্ষুদ্র প্রাণিগণ।
তাদেরো রক্ষায় তব ব্যস্ত সদা মন॥
ক'রেছ আদেশ তাহে যেন বৌদ্ধগণ।
না ছাঁকিয়া জলপান না করে কখন॥
এরূপে যে দিকে নাথ! দরশন করি।
তোমার বিশুদ্ধ প্রেম সে দিকে নেহারি॥
অনিত্য সংসারে এই তুমি সার ধন।
সার্থক জীবন,—যার তুমিই শরণ॥
ভগবন! আশীর্ব্বাদ করহ আমায়।
এ অনিত্য প্রাণ যেন তব তরে যায়॥
কখনো অন্যথা যেন না হয় ইহার।
হইলে, করহ ত্বরা এ প্রাণ সংহার॥
কেননা পাপিষ্ঠ হ'য়ে জীবন ধারণ।
পাপ-সংখ্যা বৃদ্ধিমাত্র নরক-কারণ॥

নরক-যন্ত্রণা সেই স্মরিলে অন্তরে।
বাঁচিতে পাপিষ্ঠ হ'য়ে চায় কোন নরে?
অতএব ভগবন! এই নিবেদন।
পাপী হ'য়ে যেন মম না হয় মরণ॥
দেশ দেশান্তরে যথা করি অবস্থান।
তোমাতে লগন যেন সদা থাকে প্রাণ॥
তোমায় হৃদয়ে যেন ধরে অনুক্ষণ।
তোমা'ছাড়া ভাবে যেন জীবনে মরণ॥
নিখিল সংসার এই তোমার বিহনে।
শূন্যময় হেরে যেন মম এ নয়নে॥
তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম শ্রবণ-কারণ।
সতত উৎসুক যেন থাকে এ শ্রবণ॥
তব ধর্ম্ম রসাস্বাদ পাইবার তরে।
মম এ রসনা যেন সদা সাধ করে॥
তোমার অমৃত ধর্ম্ম করিতে রঞ্জন।
মম এই কর যেন চায় অনুক্ষণ॥
সাধিতে তোমার প্রিয় কর্ম্ম এই কায়।
পরিশ্রান্ত হইবারে যেন নাহি চায়॥
প্রাণধন! প্রাণে প্রাণে এই নিবেদন।
ইহার অন্যথা যেন না হয় কখন॥

যদি এ জীবনে মম তব লাভ চায়।
তব ধর্ম্ম তরে যদি এই প্রাণ যায়॥
তা'হলে সার্থক ভবে জনম গ্রহণ।
নতুবা জীবনে এই কিবা প্রয়োজন?
ওহে মহা প্রভু, এক ভীষণ সমরে।
প্রবৃত্ত হ'লেম আমি বহুদিন পরে॥
কিছুমাত্র মম আর নাহিক উপায়।
নাহি আর অন্য অস্ত্র নাহিক আমায়॥
এই একমাত্র বল অন্তরে আমার।
তুমিই আমার আর আমিই তোমার॥
এবলেই একমাত্র বলীয়ান্ হ'য়ে।
সাজিনু সমরবেশে সাহসী হইয়ে॥
এ মহা সমরে জয় আর পরাজয়।
সকলি তোমার নাথ! মম কিছু নয়॥
অতএব আমি অতি নির্ভীক অন্তরে।
পশিনু পশিনু এই সমর ভিতরে॥

গ্রন্থারম্ভ।

বুদ্ধদেবের জন্ম বিবরণ।

নেপাল নামেতে রাজ্য ভারত ভিতর।
প্রকৃতি সুন্দরী তাহে খেলে নিরন্তর ॥
নগর কপিল বস্তু * তাহার দক্ষিণে।
দর্শক মোহিত যার শোভা দরশনে ॥
শাক্যবংশে শুদ্ধোদন নামে নরপতি।
অতি পূর্ব্বে † করিতেন এ রাজ্যে বসতি ॥
অতি ধর্ম্মশীল রাজা, বুদ্ধি বিচক্ষণ।
পুত্রমত করিতেন প্রজার পালন ॥
কলি নামে রাজ্য এক পরপারে তার।
দেবদহ রাজধানী বলিয়া তাহার ॥
অঞ্জন নামেতে তায় ছিলা নরপতি।
তাঁর দুই কন্যা ছিল ধর্ম্মশীলা অতি ॥
মহামায়া ‡ নামে তাঁর প্রথম নন্দিনী।
গৌতমী § দ্বিতীয় কন্যা মায়ার ভগিনী ॥

---

* কপিল বস্তুর বর্ত্তমান নাম "নগরখাস"।

† খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শুদ্ধোদন কপিল বস্তুর রাজা ছিলেন।

‡ মহামায়া, মায়াদেবী, মায়া ইত্যাদি নামে অভিহিতা।

§ গৌতমীর দ্বিতীয় নাম প্রজাবতী।

নানাগুণে বিভূষিতা ছিল কন্যাদ্বয়।
রাজা শুদ্ধোদন দোঁহে করে পরিণয়॥

দীর্ঘত্রিপদী।

শুদ্ধোদন নরপতি, ধর্ম্মেতে তৎপর অতি,
কামদেব জিনি দেহপ্রভা।
দয়া ক্ষমা গুণ আদি, একাধারে নিরবধি,
রাজদেহে করিত সুশোভা॥
পুত্রমত প্রজাগণে, পালিতেন সযতনে,
বিবাদ কলহ নাহি ছিল।
তাহে যত প্রজাবৃন্দ, ছিল একতায় বন্ধ,
শান্তিরসে অশান্তি নাশিল॥
তথা রাণী মহামায়া, রূপে গুণে অদ্বিতীয়া,
ধর্ম্মে তাঁর অচলা ভকতি।
যত দাস দাসি-গণে, প্রেমালাপ সম্ভাষণে,
শিখাতেন নানাধর্ম্মনীতি॥
প্রেমশান্তি পবিত্রতা, ক্ষমা আদি সরলতা,
পূর্ণ ছিল মায়ার হৃদয়।
হিংসা দ্বেষ কুবারতা, পক্ষপাত নিঠুরতা,
না চিনিত কি জিনিস হয়॥

জন্ম বিবরণ।

নিরমল নির্ঝরিণী, স্নেহ-বারি প্রসবিনী,
মায়া-হৃদে বিরাজ করিত।
সেই স্নেহ-বারি পানে, যত দাস দাসি-গণে,
মহানন্দে মগন হইত॥
ওদিকেতে ধনাগারে, রত্নরাজি থরে থরে,
ছিল অহো সুশোভিত হৈয়া।
হস্তী, অশ্ব অগণন, কত বন্ধু পরিজন,
ছিল সেই নগর পূরিয়া॥
কিন্তু রাজারাণী হায়, দুঃখে সদা মগ্নপ্রায়,
পুত্রমুখ না হেরি নয়নে।
ধন আছে রাশি রাশি, তাহে মন কিরে খুসী,
সব ছার পুত্রের বিহনে॥
রাণীর বয়স প্রায়, চতুশ্চত্বারিংশ হায়,—
গত, তাহে কিবা পুত্র-আশ।
এই ভাব ভাবি মনে, রাজা রাণী দুই জনে,
দিন দিন শোকেতে হতাশ॥

পয়ার।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বহুদিন পরে।
সুনিদ্রায় মহামায়া স্বপ্ন এক হেরে॥

দেবদূত চারিজন আসিয়া তথায়।
পালঙ্ক সহিত তাঁরে ব'হে লয়ে যায়॥
হিমালয়শৃঙ্গদিকে অতি সযতনে।
হৃষ্টচিতে বহিয়া, যে'তেছে দূতগণে॥
উপনীত হ'য়ে তথা দেব দূতগণ।
আনন্দ সাগরে সবে হইল মগন॥
বিস্তীর্ণ যোজন ছয়, স্বর্ণ প্রান্তরে।
শালবৃক্ষ মূলে তাঁরে রাখি নম্র করে॥
সসম্ভ্রমে নমি সেই দূত চারিজন।
বসিল অন্যত্র গিয়া হ'য়ে হৃষ্টমন॥
দূত-রাণী পার্থিব, কলঙ্ক ঘুচা'বারে।
স্নান করাইল তাঁরে দিব্য সরোবরে॥
অনন্তর দিব্যবস্ত্র পরিয়া স্বহস্তে।
স্বর্গীয় কুসুমে সাজে অতি হৃষ্টচিতে॥
চারিদিক সুগন্ধেতে মগন করিয়া।
শান্তিরসে মহামায়া রহিল ডুবিয়া॥
তার পর সে তরুর অনতিদূরেতে।
সুবর্ণ প্রাসাদে আর রজত পর্ব্বতে॥
স্বর্গীয় সুশয্যা এক বিস্তৃত হইল।

তুষার-ধবল এক মনোহর করী।
ধবল শুণ্ডেতে এক শ্বেতপদ্ম ধরি॥
দশদিক কাঁপাইয়া গভীর গর্জ্জনে।
উপনীত হ'ল আসি সেই নিকেতনে॥
অতঃপর মহিষীরে নমি তিনবার।
ডানি পার্শ্ব ভেদি' গর্ব্ভে পশিল তাঁহার॥
এই স্বপ্ন দেখি তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
হৃষ্টচিতে এবারতা রাজারে কহিল॥
স্বপ্নের মরম রাজা জানিবার তরে।
ডাকিলা চৌষট্টি দ্বিজ আপনার ঘরে॥

দীর্ঘত্রিপদী।

স্বপনের বিবরণ, শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ,
মহানন্দে বলেন রাজারে।
সসত্ত্বা হয়েছে রাণী, শুন ওহে নৃপমণি,
হাসি আর, না ধরে অধরে॥
সুপণ্ডিত পুত্র এক, এই গর্ভে লভিবেক,
এই পুত্র মনুজত নয়!
কত কল্প কল্পান্তরে, এঁরা জন্মে এভূ'পরে,
এসন্তান মনুজ কি হয়?

গৃহধর্ম্ম পালে যদি,   আহা এই গুণনিধি,
তবে সার্ব্বভৌম রাজা হবে।
কিন্তু যদি ধর্ম্মাশ্রম, লভে এই লোকোত্তম,
জগতের ত্রাণকর্ত্তা হবে ॥

পয়ার।

রাণীর সসত্ত্বা-বাণী শুনিয়া রাজন।
যেরূপ আনন্দে মগ্ন না যায় বর্ণন ॥
পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষে রাণী গর্ব্ভবতী।
এবারতা শুনি কার না জুড়ায় শ্রুতি ?
কিবা দাস দাসী অহো! কিবা প্রজাগণ।
হইয়াছে সকলেই আনন্দে মগন ॥
বহু বৎসরের বন্দী মুকতি লভিয়ে।
সে আনন্দে যোগ দিল উন্মত্ত হইয়ে ॥
অযাচিত ধন পে'য়ে ভিক্ষুক নিচয়।
করিল আনন্দ রোল বৃদ্ধি অতিশয় ॥
মৃত তনয়ের হ'লে জীবন-সঞ্চার।
যেমন দুঃখিনী মার আনন্দ অপার ॥
এহেন আনন্দে মগ্ন হৈলা রাজারাণী
মেদিনী কাঁপা'য়ে উঠে জয় জয়-ধ্বনি ॥

এইরূপে নয় মাস অতীত হইল।
দশ মাস কালে রাণী রাজারে কহিল॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুন ওহে নরপতি, মম এ মিনতি স্তুতি,
এক মনে করুন শ্রবণ।
পিত্রালয়ে যাইবারে, বড় সাধ মমান্তরে,
দেন আজ্ঞা যাইতে রাজন!
এ বারতা নরপতি, শুনি বলে রাণীপ্রতি,
যাও আজ্ঞা দিলাম হরিষে।
আজ্ঞা পে'য়ে মহামায়া, অতি হৃষ্টচিত্ত হৈয়া,
স্বর্ণ যানে চলে পিতৃদেশে॥
গম্য পথে ধারে ধারে, জয় চিহ্ন থরে থরে,
কত আছে বর্ণন না যায়।
লুম্বিনী প্রমোদবন, পথি মধ্যে সুশোভন,
সেই শোভা আছে কি ধরায়?
রাশি রাশি তরুশ্রেণী, সুশোভিত শ্রেণী শ্রেণী,
ফল ভরে নতশির হয়ে।
নানা জাতি পুষ্পবন, করিতেছে সুশোভন,
বিকশি সুরম্য পুষ্পচয়ে॥

আহারে ভ্রমর গুলি, পে'য়ে বিকশিত কলি,
গুন্ গুন্ রবে নিরন্তর।
সে ফুলের মধুরাশি, পান করি হ'য়ে খুসী,
করিতেছে গান মনোহর॥
মনোরম শালবৃক্ষে, নব পত্র লাখে লাখে,
করিতেছে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন।
এই সব দরশনে, মহামায়া হৃষ্টমনে,
নামে তথা বিশ্রাম কারণ॥
এদিক ওদিক ভ্রমি, তার পরে মহারাণী,
উপনীত হৈলা শালবনে।
সে নব-পল্লব হে'রে, অতি প্রফুল্ল অন্তরে,
লইবার ইচ্ছা কৈলা মনে॥
পত্র ছিঁড়িবারে রাণী, তুলিলেন যবে পাণি,
গর্ব্ভ ব্যথা এহেন সময়।
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি, রয়েছে আনন্দে মাতি,
বাসন্ত মারুত ধীরি বয়॥
সুখের বসন্তাগমে, আনন্দ সবার মনে,
তরু লতা নব পল্লবিত।

পাণি—হস্ত।

সানন্দে বিহগ গণ, করে মধুর কূজন,
জগজন নব বিভূষিত ॥
এহেন সুখের দিনে, সেই রম্য শালবনে,
মনোরম শাল তরুতলে।
ভগবান বুদ্ধাঙ্কুর, ত্যজিয়া তুষিত পুর,
জন্মিলেন এ মহীমণ্ডলে ॥
আহা প্রভু দয়াময়, নাশি এই ভব-ভয়,
জীবগণে উদ্ধার করিতে।
কত কষ্ট সহি পরে, জন্মিলা এভব'পরে,
খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে *॥

পয়ার।

পাপীদের পাপভার করিতে হরণ।
বুদ্ধদেব ধরাতলে অবতীর্ণ হন ॥
জন্মমাত্র দেবগণ মহাহৃষ্ট হৈয়া।
বন্দনা করিলা অতি ভকতি করিয়া ॥
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি এহেন সময়।
তাঁহার মস্তক'পরে বরষিত হয় ॥

* ভগবান বুদ্ধদেব চতুর্থ দেবলোক তুষিতপুর হইতে মহামায়ার গর্ভে জন্ম লইয়া খৃষ্টের জন্মের ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

একমনে মহোৎসাহে দেবপুত্রগণ।
লাগিলা মঙ্গল গাথা গাইতে তখন॥
বুদ্ধদেব মায়াগর্ব্ভে অবতীর্ণ পূর্ব্বে।
অষ্টরূপ শুভচিহ্ন দেখেছিল সবে॥
তৃণ কণ্টকের যত কাঠিন্য না ছিল।
দংশ মশক আদির দৌরাত্ম্য না রৈল॥
নিরমল বায়ু অতি বহিয়া বহিয়া।
রহেছিল সর্ব্বস্থান শীতল করিয়া॥
হিমালয় মেরু হ'তে বিহঙ্গমচয়।
আসি' গান করেছিল রাজার আলয়॥
রাজগৃহে মনোহর তরু নানাজাতি।
একিকালে ফল পুষ্পে রহেছিল মাতি॥
নৃপতির মনোহর সরসি-নিচয়।
প্রসবিল নানাজাতি রম্য পদ্মচয়॥
আহারীয় দ্রব্য যত রাজঘরে ছিল।
আহারেও কিছু তার ক্ষয় নাহি হৈল॥
রাশি রাশি বাদ্যযন্ত্র নৃপতি আলয়ে।
রহেছিল নিজে নিজে বাদিত হইয়ে॥
স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্নময় সুপাত্র সমূহ।
সমুজ্জ্বল ভাব ধরি ছিল রাজগৃহ॥

চন্দ্র সূর্য্য বিনিন্দিত প্রভায় রঞ্জিয়া।
রহেছিল রাজপুরী সুশোভিত হৈয়া † ॥
অলৌকিক ঘটনা, যতেক জন্ম পরে।
করিবে বিশ্বাস কিরে আধুনিক নরে ?
জন্মমাত্র বুদ্ধাঙ্কুর সপ্তপদ গিয়া।
ভবে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" বলি উঠিলা গর্জ্জিয়া ॥
ওহে প্রভু দয়াময় বুদ্ধ প্রাণধন !
সে সময়ে জন্ম কেন না হ'ল গ্রহণ ?
যদিও সেকালে আমি থাকি জনমিয়া।
তবে কেন রহেছিনু তোমারে ভুলিয়া ?
হায় ! আমি বিনাদোষে কি বলি তোমারে।
কর্ম্মদোষে ছাড়ি' সব ঘুরিছি সংসারে ॥
অতএব ওহে প্রভু ! ডাকি ঘন ঘন।
কর কর ছিন্ন মম সংসার বন্ধন ॥
পতিত পাবন নাম নতু' কিসে র'বে ?
"পতিত পাবন" এটী ত্যজিতে হইবে ॥
ওরে রে পাগল মন ! একি পাগলামী ?
পাপ পথে থাকি তাঁরে পাইবে কি তুমি ?

---

† শাক্যমুনি চরিত প্রথমভাগের ৩১ পৃষ্ঠা হইতে দেখুন।

যদি অহো! চাও তুমি সেই প্রাণধন।
কর তবে তাঁর তরে প্রাণ বিসর্জ্জন॥

ওদিকে সংবাদ পে'য়ে নৃপ শুদ্ধোদন।
সত্বর আসিলা বনে, প্রফুল্ল বদন॥
রাণীর জনকালয়ে সংবাদ পাইয়া।
কাননে আসিলা সবে উন্মত্ত হইয়া॥
দ্বিনগরে বহু লোক করিত বসতি।
শূন্য করি এল সবে মহানন্দে মাতি॥
জয় জয় ধ্বনি অহো! করি সব জন।
কপিলাতে* লয়ে যায় রাজার নন্দন॥
দেবগণ মহানন্দে মগন হইয়া।
রমণীয় পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া॥
করযোড়ে সকলেই হ'য়ে একমন।
লাগিলা মঙ্গল গীত গাইতে তখন॥
আনন্দ বাজার হ'ল কপিলা নগরী।
শোভা কি বর্ণিব তার? যাই বলিহারি॥

---

* কপিলা—কপিলবস্তু।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুদ্ধোদন নরপতি, আনন্দে রয়েছে মাতি,
মহর্ষি অসিত † এক নামে।
পরম হিতৈষী তাঁর, সমাপি মধ্যাহ্নাহার,
বিশ্রামার্থ যে'ত স্বর্গধামে ॥
যেই দিন বুদ্ধাঙ্কুর, ত্যজিয়া তুষিত পুর,
অবনীতে অবতীর্ণ হন।
সেই দিন এই ঋষি, গিয়া দেখে স্বর্গবাসী,
আনন্দিত যত দেবগণ ॥
একথা বিস্মিত মনে, পুছে ঋষি দেবগণে,
"বল বল কারণ ইহার।
কিসে আনন্দিত এত, রহিয়াছ দেব যত,
বলি প্রাণ সান্ত্বহ আমার" ॥
তাহা শুনি দেবগণ, হইয়া একাগ্রমন,
বলিলেন মহাঋষি প্রতি।
"ভগবান্ বুদ্ধাঙ্কুরে, জন্মেছেন ভব' পরে,
ছাড়াইতে জীবের দুর্গতি ॥
মোদের দুর্গতি যত, ছাড়াইয়া মনোমত,
চিরশান্তি করিবে প্রদান।

† ইহার অপর নাম "কালদেবল"।

এইহেতু এত মোরা, আনন্দেতে মাতোয়ারা,
হইয়াছি আপনার ধাম" ॥
এবারতা শুনি ঋষি, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ি আসি,
বল্লে রাজে করি সম্বোধন।
"শুনি, আমি দেব মুখে, দৌড়িয়া এসেছি সুখে,
পুত্র তব হ'য়েছে রাজন!"
তাহে নৃপ শুদ্ধোদন, হয়ে অতি হৃষ্ট মন,
ত্বরা গিয়ে যথা পুত্র ধাম।
কোলে করি পুত্রধনে, আনে অতি সযতনে,
মহর্ষিরে করা'তে প্রণাম।
পুত্র কি নমিবে তাঁরে? দুই পদ যোড় করে,
দিলা আহা মহর্ষি মস্তকে!
বোধিসত্ত্ব নতি পে'তে, আছে কিরে ত্রিজগতে?
স্বরগ, পাতাল, মর্ত্ত্যলোকে ॥
যদি নতি মহর্ষিরে, করিতেন বুদ্ধাঙ্কুরে,
ঋষি-মাথা দ্বিখণ্ড হইত।
নিজ ধ্বংস নিজ করে, কেবা করে এভু'পরে,
চিন্তি' ঋষি নমে শত শত ॥
এ অদ্ভুত কাণ্ড হে'রে, নরপতি হৃষ্টান্তরে,
নিজ পুত্রে প্রণাম করিলা।

পুনঃ পুরবাসিগণ, হইয়া একাগ্র মন
ক্রমে ক্রমে সকলে নমিলা ॥
ওদিকেতে মহাঋষি, যোগনেত্রে দেখে বসি,
'বুদ্ধ' ইনি হবেন নিশ্চয়।
অমনি সে মুনিবর, ফেলি' অশ্রু ঝর ঝর,
নিজ তরে ক্রন্দন করয় ॥
তাহা দেখি সবজন, হয়ে অতি ব্যস্ত মন,
ঋষি প্রতি বলে এবচন।
"একি ওহে মহাঋষি ? এতক্ষণ থাকি খুশী,
পুনঃ কেন করুন ক্রন্দন ?
বলুন সত্বর হায়, হৃদয় যে ফেটে যায়"
প্রভু পুত্রে অশুভ কি আছে ?
যদি ত্বরা নাহি বল, ত্যজি'প্রাণ এসকল,
খেদ করি বাহিরিবে পাছে ॥"
শুনি মুনি এ বারতা, কহিছেন পুত্র কথা,
"তাঁর কিরে অমঙ্গল আছে ?
নিশ্চয় এ পুত্রধনে, দুঃখময় এ ভুবনে,
পাপীত্রাণে বুদ্ধ, হবে পাছে ॥
নর, দেব আদি যত, তাহা বা কহিব কত,
অপ্সর কিন্নর হৃষ্টমনে।

এই সব নানা জাতি, পতিত পাবনী শক্তি*
শুনি তাঁর যাবে নিরবাণে ॥
কিন্তু আমি সে সময়, ত্যজি' এই ভবালয়,
পরলোকে করিব গমন।
এ দুঃখেতে হায় হায়, হৃদি মম ফেটে যায়,
এই হেতু করিছি ক্রন্দন॥"
তার পর মহামুনি, যোগ নেত্রে দেখে গণি,
ভাগিনেয় নালক তাঁহার।
এই শিশু 'বুদ্ধ' যবে, হবে দুঃখময় ভবে,
শ্রীপদ দেখিতে পাবে তাঁর ॥
অতএব ঋষিবর, চলিলা ভগিনী ঘর,
বুদ্ধাঙ্কুরে করিয়া বন্দন।
উপনীত হয়ে তথা, কহিছেন ও বারতা,
ভাগিনেয়ে করি সম্বোধন ॥
"পঞ্চত্রিংশ বর্ষকালে, 'বুদ্ধ' হবে ধরাতলে,
নৃপ শুদ্ধোদনের নন্দন।
তুমি তাঁর শ্রীচরণ, হয়ে হরষিত মন,
পারিবে করিতে দরশন ॥

---

* পতিত-পাবনী-শক্তি,—পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্মোপদেশ।

অতএব আজি হ'তে, যাও তুমি এ আশেতে,
এ অনিত্য সংসার ত্যজিয়া।
পয়ত্রিংশ বর্ষ কবে, আহা সমাগত হবে,
রহ গিয়ে তাহা উদ্দেশিয়া॥"
নালক এ বাক্য শুনি, আত্মারে সফল জ্ঞানি,
মহানন্দে মাতোয়ারা হয়ে।
অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁর, সব বলি অতি ছার,
গেল ত্যজি' বুদ্ধের আশয়ে॥ †
অনন্ত কালের সুখ, যে দেখেছে একটুক্,
সেকি আর ভালবাসে ধন?
দীন নবরাজ কয়, শুন ওহে মানব চয়,
ধর্ম্ম-ধন কর উপার্জ্জন॥

পয়ার।

এদিকেতে নরপতি শুদ্ধোদন ঘরে।
পুত্র পেয়ে দিন দিন মহোৎসব করে॥
কিন্তু এ আনন্দ ঘরে বিষাদ পশিল।
সপ্তদিন পরে মায়া স্বর্গবাসে গেল॥
যাঁহা হ'তে মহারত্ন হৈলা প্রসবিত।
হইলেন তিনি ত্বরা পরলোক গত॥

† নালক অবশেষে ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট পরিত্রাণের মূলমন্ত্র পাইয়া নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করেন।

পতির দুঃখেতে যিনি ভাবিতেন দুখ।
পতির সুখেতে যার উপজিত সুখ॥
দাস দাসী পরিজন যাঁর স্নেহ-বারি
পান করি ভাবিত এ মর্ত্ত্য স্বর্গ পুরী॥
এহেন সুরাণী সবে শোকে ভাসাইয়া।
চলি গেলা স্বর্গ পুরে সংসার ত্যজিয়া॥
কিন্তু প্রাণ-বুদ্ধাঙ্কুরে দেখিতে দেখিতে।
ক্রমে সেই শোক সবে ফেলিলা দূরেতে॥
বৈদ্যপাড়া বৈদ্যানীর বসিয়া বিহারে
দীন নবরাজ মজি আনন্দ সাগরে॥
প্রাণধন সুগতের* জন্ম বিবরণ।
পদ্য ছন্দেঃ কৈল কিছু সংক্ষেপে বর্ণন॥

বাল্য চরিত

নরপতি শুদ্ধোদন, হেরি পুত্র-চন্দ্রানন,
মহামায়া-শোক পাসরিয়া।
পুত্রের রাখিতে নাম, আনে আট গুণধাম,
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণে নিমন্ত্রিয়া॥

---

* ভগবান বুদ্ধদেবের, সুগত, শাক্যমুনি, শাক্যসিংহ, গৌতম ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি বহুতর নাম আছে।

প্রাণ-পুত্র নাম তরে, ভাবে নৃপ হৃষ্টান্তরে।
"যাঁর লাভে সিদ্ধ সব অর্থ।
সেই মম পুত্র নাম, "সিদ্ধার্থ"ই রাখিলাম,
এনাম তাঁহার উপযুক্ত॥"
জ্যেষ্ঠ দ্বিজ সাতজনে, দ্বি অঙ্গুলি উত্তোলনে,
বলে"ইনি ন'ন সাধারণ।
গৃহ ধর্ম্ম পালে যদি, অহো এই গুণনিধি,
চক্রবর্ত্তী হবেন রাজন॥
কিন্তু যদি ধর্ম্মাশ্রম, লভে এই লোকোত্তম,
তবে 'বুদ্ধ' হবেন নিশ্চয়।
পতিতপাবনী শক্তি, শুনি তাঁর নানাজাতি,
ভূবন্ধন করিবেক ক্ষয়॥"
কনিষ্ঠ কোণ্ডাণ্য জনে, একাঙ্গুলি উত্তোলনে,
সকলেরে এবচন কয়।
শুন শুন সব জন, বলি আমি একথন,
'বুদ্ধ' ইনি হবেন নিশ্চয়॥"
তাহে নৃপ ক্ষুণ্ণ হয়ে, বলিলা ব্রাহ্মণ চয়ে,
কি দেখিয়া মম পুত্রধন।
ত্যজি' এই স্বর্ণপুরী, হইবেন বনাচারী,
যাঁলি শান্ত করুন জীবন॥

বলিলা ব্রাহ্মণচয়, "শুন নৃপ মহাশয়,
যে বারতা সুধিলে এখন।
তব এই পুত্রবর, বৃদ্ধ, রোগী, মৃতনর,
আর এক সন্ন্যাসী সুজন॥
দেখি এই চতুষ্টয়ে, এ সংসার দুঃখময়ে,
যাইবেন সন্ন্যাসী হইয়া।"
হায় হায় সে সময়, ওহে নৃপ মহাশয়,
পারিবে কি রাখিতে বাঁধিয়া?
যতেক ব্রাহ্মণগণ, গিয়া স্ব স্ব নিকেতন,
বলিলেন স্বীয় পুত্রগণে।
কবে মোরা মরি হায়, ঠিক নাহি কিছু তায়,
হইয়াছি বৃদ্ধ এইক্ষণে॥
কিন্তু হে তোমরা সবে, হেন দিন যবে হবে,
বোধিসত্ত্বে বুদ্ধত্ব অর্জ্জন।
একাগ্রতা সহকারে, চির মুক্তি লভিবারে,
তাঁর ধর্ম্ম করিও গ্রহণ॥
কনিষ্ঠ কোণ্ডাণ্যজন, হৈল অতি হৃষ্টমন,
তাঁহার বয়স অল্প ছিল।

অমনি সম্পত্তি তাঁর, সব বলি অতি ছার,
বুদ্ধ-লাভে সন্ন্যাসী হইল ॥

পয়ার।

অতঃপর নরপতি ভাবেন অন্তরে।
নাহি দিব চারি চিহ্ন আসিতে এ পুরে ॥
আহারে পুত্রের স্নেহ কি পদার্থ হয়।
তুলনার স্থান তার কোথায় মিলয় ?
এইরূপ মহারাজ মনে বুঝ দিয়া।
মহানন্দে রহিলেন পুত্রকে লইয়া ॥
শুক্ল চন্দ্রিমার ন্যায় প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে।
বাড়িতে লাগিলা নিত্য কাল সহকারে ॥
কিন্তু তিনি অতিশয় নির্জ্জনে বসিয়া।
রহিতেন সুগম্ভীর চিন্তায় ডুবিয়া ॥
একদিন মহা উৎসব রাজপুরে।
"হল কর্ষণোৎসব" বলয়ে ইহারে ॥
সহস্রেক হল অহো নৃপতির ছিল।
সপ্তোত্তর শত হল রজতে সাজা'ল ॥
আর এক হল অতি যত্ন সহকারে।
সুবর্ণে মণ্ডিত হৈল নৃপতির তরে ॥

---

* ইনিই বুদ্ধের প্রথম শিষ্য হন।

মহারাজ মহানন্দে লয়ে বুদ্ধাঙ্কুরে।
উপনীত হইলেন সুরম্য প্রান্তরে॥
সুমোহন জম্বুবৃক্ষ তার প্রান্তে ছিল।
কৃষ্ণছায়া তরুতল শোভি রেখেছিল॥
এইখানে শয্যা করি অতি সুশোভনে।
রাখিলা সেবিকা সহ রাজার নন্দনে॥
অনন্তর মাঠে গিয়া নৃপ শুদ্ধোদন।
স্বর্ণময় হল করে সানন্দে চালন॥
রৌপ্যময় হল চালে সভাসদ্‌গণ।
অপর, কৃষকগণে করয়ে চালন॥
অতীব উৎসব তায় হইল প্রান্তরে।
সেবিকারা গেল সেই শোভা হেরিবারে॥
এদিকেতে বুদ্ধাঙ্কুর নির্জ্জন দেখিয়া।
জম্বুতলে রহিলেন ধ্যানে মগ্ন হৈয়া॥
এহেন গভীর ধ্যানে হইলা মগন।
তাহার বৃত্তান্ত অতি অপূর্ব্ব কথন॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

পূর্ব্ব সূর্য্য পশ্চিমেতে, গড়াইয়া যে'তে যে'তে,
পূর্ব্বস্থান কৈল তিরোধান।

তাহে যত তরুগণ, করি ছায়া সঙ্কোচন,
অন্যভাবে র'ল স্বীয়স্থান ॥
কিন্তু যেই তরুতলে, বুদ্ধাঙ্কুর ধ্যানবলে,
পান করিছেন জ্ঞান-বারি।
সেই জম্বুবৃক্ষছায়া, গোলাকার ভাবে আহা,
সেবি' তাঁরে ছিল যত্ন করি ॥
এ অদ্ভুত কাণ্ড অতি, আসি সবে দ্রুতগতি,
দরশনে বিস্মিত হইয়া।
প্রভু সেই বুদ্ধাঙ্কুরে, সকলেই যোড়করে,
নমিলেন ভূমে লোটাইয়া ॥
ধ্যানভঙ্গ হলে পরে, দয়াময় বুদ্ধাঙ্কুরে,
বলে পিতঃ করি সম্বোধন।
"অনর্থক কি কারণ, করি ভূমি কর্ষণ,
এত জীব করুন নিধন ॥
অতি দুঃখ হৈল মনে, এইকাণ্ড দরশনে,
ওহে পিতঃ করি নিবেদন!
এ নিষ্ঠুর ব্যবহার, নাহি করিবেন আর,
যা'তে এত জীবের নিধন!
আহা এ তরুণ ব'সে, এইভাব মনে পশে,
কিবা জানি পরকালে আর।

নবরাজ ত্রিপদীতে, রচে ইহা হৃষ্ট চিতে,
বৈদ্যানীর বসিয়া বিহার ॥

পরিণয়।

ক্রমে প্রভু বুদ্ধাঙ্কুর কাল সহকারে।
যৌবন কালেতে গিয়া পদার্পণ করে ॥
দিন দিন ধ্যান তাঁর অতি প্রিয় হৈল।
তাহা দেখি নৃপতির প্রাণ শুকাইল ॥
কি উপায়ে পুত্রধনে সংসারী করিবে।
ব্যস্ত হয়ে মহারাজ সদা হৃদে ভাবে ॥
অবশেষে এ মন্ত্রণা করে সবজন।
পরিণয়-পাশে পুত্রে করিতে বন্ধন ॥
লৌহরজ্জু হ'তে দৃঢ় পাশ পরিণয়।
এ বারতা বলে প্রায় মানব নিচয় ॥
এই হেতু কত জ্ঞানী বিষজ্ঞানি তারে।
সন্ন্যাস গ্রহণ করে চিরসুখ তরে ॥
পুনঃ কত জ্ঞানী নর করি পরিণয়।
আসক্তি বিহীন হয়ে বসতি করয় ॥

আবার দেখিতে পাই কত কত নরে।
পরিণয় করি তার কত কাল পরে॥
অনিত্য প্রণয় সেই করিয়া ছেদন।
নিত্যসুখ তরে করে সন্ন্যাস গ্রহণ॥
ওদিকেতে অসংখ্য অসংখ্য কতজন।
পরিণয় পাশ করি হৃদয়ে ধারণ॥
মায়া মোহে মুগ্ধ হয়ে জায়াপুত্র তরে।
ভীষণ দুর্গতি পথে বিচরণ করে॥
ভাল মন্দ গুণাগুণ না করি বিচার।
ধনলাভে মহাদুঃখ আনে আপনার॥
বিষয়-অনলে কত জ্বালাতন করে।
তবু ভাবে যেন ভবে রবে চিরতরে॥
কিন্তু নিজসুখ যেবা করে অন্বেষণ।
এহেন ভীষণ পথে চলে কি সেজন ?

দীর্ঘত্রিপদী।

নরপতি শুদ্ধোদন, হয়ে হরষিত মন,
মন্ত্রিগণে বলে এ বচন।
বল গিয়া এ বারতা, মম পুত্র আছে যথা,
পরিণয়ে কি তাঁর মনন॥

এই বাক্য মন্ত্রিগণ, শুনি হয়ে হৃষ্টমন,
উপনীত হয়ে পুত্র যথা।
হইয়া একাগ্রমন, নমি তাঁর শ্রীচরণ,
বলিলেন পরিণয়-কথা ॥
তাহা শুনি বুদ্ধাঙ্কুর, হইয়া চিন্তিতান্তর,
বলিলেন "ওহে মন্ত্রিগণ!
করহ গমন আজি, করিব উত্তর বুঝি,
সপ্তম দিবসে অরপণ ॥"

পয়ার।

তার পর বুদ্ধাঙ্কুর ভাবিছেন মনে।
জীবনের বিষম পরীক্ষা এতদিনে ॥
কত কত ভাব আহা এহেন সময়।
তাঁর হৃদিমাঝে আসি বিরাজ করয় ॥
সেই সব কথা যদি করি বরণন।
পুস্তক হইবে তবে বৃহদায়তন ॥
অতএব শেষফল কি হইল তায়।
একথা বর্ণিতে সুধু হ'তেছে এথায় ॥
দয়াময় বুদ্ধাঙ্কুর ভাবেন হৃদয়ে।
পরিবার লভে যদি বোধিসত্ত্ব হয়ে ॥

সংসারী হলেও কিসে চিরমুক্তি পায়।
এই গুণ শিক্ষালাভ হইবে তাহায় ॥
অহো ! পূর্ব্ব পূর্ব্ব যত বোধিসত্ত্বগণ।
গিয়াছে সংসার বাস করা'য়ে দর্শন ॥
অতএব সংসারীর চিরমুক্তি তরে।
দেখাইব মুক্তিপদ পরিণয় করে ॥
সংসারী হলেও কিসে চিরমুক্তি পায়।
এই গুণ শিক্ষা আমি দিব সবাকায় ॥
ইহা স্থির করি মনে বুদ্ধাঙ্কুর শেষে।
পরিণয়োত্তর দেন সপ্তম দিবসে ॥
"কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কিবা বৈশ্যজাতি।
যে জাতির কন্যা হয় ধর্ম্মশীলা অতি ॥
শারীরিক সৌন্দর্য্য কি কুলের মর্য্যাদা।
বাহ্যিক শোভায় সুধু ফল নাহি কদা ॥
দয়া শান্তি পবিত্রতা যাহার হৃদয়ে।
নিরন্তর রহিয়াছে বসতি করিয়ে ॥
হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধহীনা—করুণারূপিনী।
গাথায় সুদক্ষা যেবা—বিদ্যানুরাগিনী ॥
স্বপতিতে প্রাণ যার সুখে বাস করে।
সতীত্ব ভূষণ যেবা সযতনে পরে ॥

শ্বশুর শশ্রূরে যেই সেবে হৃষ্টান্তরে।
হেন পাত্রী চাও মম পরিণয় তরে॥”
এ সব শ্রবণ করি রাজ মন্ত্রিগণ।
সানন্দে বলিলা গিয়া রাজার সদন॥
তাঁহে নরপতি অতি হয়ে হরষিত।
আপনার পুরোহিতে বলিলা ত্বরিত॥
যেরূপ গুণের ব্যাখ্যা কৈলা পুত্রধন।
সেইরূপ পাত্র গিয়া কর অন্বেষণ॥
এবারতা পুরোহিত যখন শুনিল।
কন্যা অন্বেষণে অতি সানন্দে চলিল॥
নানা স্থানে ভ্রমণ, করিয়া পুরোহিত।
দণ্ডপাণি * শাক্যঘরে হৈল উপনীত॥
তাঁর এক কন্যা নানা গুণে বিভূষিতা।
পুরোহিতে হেরি নিজে বলে এবারতা॥
“কি চান কি চান ওহে পুরোধা ব্রাহ্মণ
বিস্তার করিয়া তাহা করুণ বর্ণন॥”
তাহা শুনি পুরোহিত হরষিত হৈয়া।
কহিল সকল কথা বিস্তার করিয়া॥

---

* ইনি, দেবী মহামায়ার ভ্রাতা।

দণ্ডপানি-সুতা তায় করিলা উত্তর।
আছয়ে সে সব গুণ আমার গোচর ॥
কুমারের বল, যদি করণীয় হয়।
তবে যেন বিলম্বের প্রয়োজন নয় ॥
অনন্তর মহানন্দে পুরোধা ব্রাহ্মণ।
নৃপতিরে গিয়া বলে এসব বচন ॥
শুনি নরপতি পুত্রে রাখিবার আশে।
বাঁধিলেন পুত্রবরে পরিণয়-পাশে ॥
কিন্তু জীবদুঃখে যিনি সদা ম্রিয়মাণ।
ও বন্ধন তিনি কি, ভাবেন দৃঢ় জ্ঞান ?
চির মুক্তি লভিবারে সংসারি-নিচয়।
মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্ব কৈলা পরিণয় ॥
অপূর্ব্ব বারতা সেই দাম্পত্য প্রণয়।
তাহার তুলনা স্থান কোথায় মিলয় ?
অতি বুদ্ধিমতী, দণ্ডপানির নন্দিনী।
পতির সেবায় সদা ছায়ানুরূপনী ॥
পতিসুখে সুখ তাঁর পতি দুখে দুখ।
কতই যতন যদি পতির অসুখ ॥
যখন যা' অভিলাষ পতির অন্তরে।
প্রাণপণে সতী তাহা দেন পূর্ণ করে ॥

ধর্ম্মই রক্ষক তাঁর ধর্ম্ম অলঙ্কার।
কিসে ধর্ম্ম রক্ষা বেস জানা ছিল তাঁর॥
কিবা প্রয়োজন তায় মুখাবগুণ্ঠনে।
ঘোমটা না দিতা গোপা তাহার কারণে॥
ইহা দেখি বহুজন করে কাণাকাণি।
কি আশ্চর্য্য! গোপা অতি নির্লজ্জা রমণী॥
এদারুণ কথা গোপা যখন শুনিলা।
মিষ্টভাষে সকলেরে কহিতে লাগিলা॥
"ধর্ম্মই রক্ষক যার ধর্ম্ম অলঙ্কার।
বাহ্যিকাবরণে আর কি করিবে তার?
নিদারুণ পাপ যার হৃদে বাস করে।
ঘোমটা পৈরণে বল কি করিবে তারে॥
ইন্দ্রিয় নিকর যার বশে নাহি রয়।
কুচিন্তা কুবৃত্তি যাতে বসতি করয়॥
ঘৃণা লজ্জা আদি যার নাহিক অন্তরে।
শতাবগুণ্ঠনে বল কি করিবে তারে?
আপনার চিত্ত যেবা বশেতে রাখয়।
কুচিন্তা যাহার কাছে ভ্রমেও না হয়॥
স্বপতিতে যার প্রাণ সুখে বাস করে।
সতীত্ব ভুষণ যেবা সযতনে পরে॥

চন্দ্রতপনের ন্যায় যদি সেইজন ।
সকলের সম্মুখেতে প্রকাশিত হন ॥
বাহ্যিকাবরণ যদি মুখে নাহি পরে।
বল বল তার ক্ষতি কে করিতে পারে ॥
সুন্দর বালক যদি পাপে মগ্ন হয় ।
আর কি সৌন্দর্য্য তাহে বসতি করয় ?
নিজ করে নিজ রক্ষা করে যেইজন ।
সুরক্ষিতা বলি গণ্য সেই নারী হন ॥
কিন্তু নিজ রক্ষা যেবা নিজে নাহি করে।
ঘোমটা পরিয়া যদি ঘরে বাস করে ॥
নিশ্চয় সে নারী তবু অরক্ষিতা হয় ।
তারে রক্ষা করিবারে কারো সাধ্য নয় ॥
নিরন্তর ধর্ম্ম মোরে থাকে রক্ষা করে ।
মুখাবগুণ্ঠন কেন মম রক্ষা তরে ?
এই তেজোময় বাক্যে সিদ্ধার্থ রমণী ।
কহিলেন সবে, অবগুণ্ঠন কাহিনী ॥
দীন নবরাজ বলে শোকে মগ্ন হৈয়া ।
হায়রে ! সে দিন কবে আসিবে ফিরিয়া ?

সংসার ত্যাগ।

ধর্ম্মশীলা পাত্রী পে'য়ে প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে।
করিছেন সুখে বাস ধর্ম্মপরিবারে ॥
একদা শয়নাগারে আছেন যখন।
হেন দৈববাণী * প্রভু করিলা শ্রবণ ॥
"ত্রিভুবন জরা, ব্যধি, দুঃখেতে পূরিত।
কেন র'লে বুদ্ধাঙ্কুর শয়নে নিদ্রিত ॥
উঠ উঠ মহাপ্রভু, হের একবার।
দুঃখে পরিপূর্ণ হায়! নিখিল সংসার ॥
বিদ্যুতের সম এই মানব জীবন।
ত্বরিত গতিতে সদা করিছে গমন ॥
কিবা নর কিবা দেব কিবা অন্য জাতি।
মহাদুঃখে সকলেই করিছে বসতি ॥
কুম্ভকার-চক্র-সম যত জীবগণ।
কর্ম্মের বিপাকে সদা করিছে ঘূর্ণন ॥
মৃগ যথা লোভবশে পড়ে ব্যাধ জালে।
মানব নিচয় তথা এই ভূমণ্ডলে ॥

---

* এখানে অল্পমাত্র লিখিত হইল।

মনোহর রূপ রস গন্ধেতে মজিয়া।
বসতি করিছে তার পাশবদ্ধ হৈয়া॥
মরণ পরম বৈরী, ভয়ের কারণ।
বাসনা কতই দুঃখ করে আনয়ন॥
মরীচিকা সম এই অনিত্য বাসনা।
নিরন্তর জীবগণে করে প্রতারণা॥
মধুদিগ্ধক্ষুরধারে যেই ফল হয়।
বাসনা মোহিত নর সেফল ভোগয়॥
প্রথম বয়সে দেহে কিবা শোভা ধরে।
কিন্তু সে সৌন্দর্য্য নাহি থাকে চিরতরে!
জরা ব্যাধি দুঃখে যবে করে অধিকার।
হায় হায় সে সৌন্দর্য্য হয় ছারখার॥
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ যবে যেই নরে।
আত্মীয় স্বজন কত মিলে তাঁর তরে॥
কিন্তু যবে ধনহীন হয় সেইজন।
আর নাহি থাকে তাঁর আত্মীয় স্বজন!
মালুলতা শোষে যথা ঘন শালবন।
শোষণ করিছে জরা মানবে তেমন॥
পতিত বৃক্ষের পাতা যথা নদীস্রোতে।
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যায় ভাসিতে ভাসিতে॥

এভব সংসারে তথা সহ প্রিয়জন।
বিচ্ছেদ হ'তেছে, পুনঃ না হয় মিলন॥
সবায় করেছে বশ মৃত্যু আপনার।
মৃত্যুকে করিতে বশ সাধ্য নাহি কার॥
নদীস্রোতে কাষ্ঠখণ্ড যেমতি ভাসায়।
হরিছে তেমন মৃত্যু জীব সমুদায়॥
সবে জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যুর অধীনে।
এদারুণ কষ্ট আর নাহি সহে প্রাণে।
অতএব মুনিবর। করি এ মিনতি।
ছাড়াও ছাড়াও ত্বরা ত্রিভব-দুর্গতি॥
চির শান্তিময় যাহা তাহা প্রদানিয়া।
লও লও জীবগণে লও উদ্ধারিয়া॥
দীন নবরাজ বলে ওহে ভগবন।
তুমি বিনে কে ছাড়াবে ভবের বন্ধন?
ভগবান বুদ্ধাঙ্কুর এসব শুনিয়া।
জীব দুঃখে উঠিলেন ক্রন্দন করিয়া॥
বৈরাগ্য অনল তাঁর জ্বলিয়া উঠিল।
জীব দুঃখে দুঃখী হয়ে চিন্তিত হইল॥
গোপাদেবী এই সব করি দরশন।
সান্ত্বনা কর্ত্তিতে কত করিলা যতন॥

কিন্তু যেই রোগে তাঁর হৃদয় অস্থির।
সে ঔষধ বিনে কিসে হবেন সুস্থির?
না পারিয়া গোপাদেবী সান্ত্বনা করিতে।
মৃতপ্রায় হইলেন পতির দুঃখেতে॥
বুদ্ধাঙ্কুর বলিলেন কি করিব হায়!
জীবের দুর্গতি আর সহা নাহি যায়॥
হৃষ্ট হও প্রাণপ্রিয়ে! না কর ক্রন্দন!
জীবতরে এজীবন করিব অর্পণ॥
প্রাণীদের দুঃখ এত দরশন করি।
সংসারেতে মত্ত হ'য়ে থাকিতে কি পারি?
বসুমতী হৌক মম শয়ন-বিছান।
শৈলশৃঙ্গ হৌক মম মস্তকোপাধান *॥
প্রকৃতির জল হৌক আমার পানীয়।
বন জাত ফল হৌক মম আহারীয়॥
নর নারী ভ্রাতা ভগ্নী হউক আমার।
পশু পক্ষী বন্ধুজন হৌক মম আর॥
না চাই না চাই আর কিছু নাহি চাই।
এ অনিত্যসুখে মম প্রয়োজন নাই॥

---

* মস্তকোপাধান—বালিশ।

যদি জীবদুঃখ আমি না করি মোচন।
তবে কেন করিয়াছি জনম গ্রহণ ?
অতএব প্রিয়ে! তুমি হয়ে হৃষ্টমতি।
সহায় হইয়া মম কর মন-প্রীতি॥
ভগবন! হেন দিন মম যেন হয়।
সন্ন্যাস জীবন আহা! কিবা সুখময়!

দীর্ঘ ত্রিপদী।

এসব বারতা শুনি, দণ্ডপাণির নন্দিনী,
অশ্রুজল করি বরষণ।
ভাবিছেন মনে মনে, "কিরূপেতে পতিধনে,
হেন কাজে করিব বারণ!
জীব দুঃখে সদা তিনি, নিজদুঃখ মনে জানি,
অসুখেতে করেন বসতি।
হায় কিছুতেই আর, সুখ না উপজে তাঁর,
ধন মানে নাহি তাঁর মতি॥
সংসার ছাড়িলে যদি, সুখী হ'য়ে তাঁর হৃদি,
শান্তি-রসে নিমগন হয়।
তবে কেন হায় হায়, আমি নিষেধিব তায়,
আমারেও আনন্দ কিরে নয় ?

পতির সুখের তরে, যদি প্রাণ যায় ছেড়ে,
তাহে মম ক্ষতি কিবা আছে ?
অতএব আজি হ'তে, প্রিয়তম স্বামীপথে,
বাধা তার নাহি দিব পাছে ॥"
আহা কি মধুর বাণী, পতি সুখে সুখ জানি,
নিজদুঃখ নাহি ভাবি তায়।
জীবদুঃখ নাশিবারে, কেমন সঙ্কল্প করে,
স্বামিপথে হইলা সহায় !
দীন নবরাজ কয়, যতেক দম্পতিচয়,
হেন প্রেমে হও নিমগন।
দম্পতি যুগল মন, যদি নহে সম্মিলন,
তাহে সুখ হবেনা কখন ॥

পয়ার।

এইরূপ পতি সুখে করি প্রাণপণ।
গোপাদেবী করিছেন সময় যাপন ॥
এদিকেতে এক দিন দেব বুদ্ধাঙ্কুরে।
ভ্রমণের আশা করি প্রমোদ কান্তারে ॥
বাহিরিয়া নগরের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া।
সায়ংকালে যেতেছেন রথে আরোহিয়া।

হেন কালে পথিমধ্যে বৃদ্ধ এক জন।*
সারথিরে জিজ্ঞাসিলা করি দরশন॥
"বল বল হে সারথি! কেবা এই জন?
অতিশয় খর্ব্বকায় বিকট বদন॥
রক্ত মাংস শুকাইয়া গিয়াছে ইহার।
দন্তহীন হইয়াছে তাহাতে আবার॥
শুভ্রবর্ণ কেশ এর অতি ক্ষীণকায়।
থর্ থর্ করি সদা কাঁপিতেছে হায়!
কতকষ্টে লাঠির উপরে ভার দিয়া।
ধীরে ধীরে যাইতেছে হাটিয়া হাটিয়া॥"
সারথি বলিল, "দেব! বৃদ্ধ এই জন।
তেজ বল এর কিছু নাহিক এখন॥
অসহায় হইয়াছে জরা-আক্রমণে।
এবে আর দুঃখ তার না সহে জীবনে॥
বনজ শুকনা কাষ্ঠ সম বন্ধুগণ।
পরিহার করিয়াছে তাহাকে এখন॥"
এহেন দুঃখের কথা শুনি বুদ্ধাঙ্কুরে।
পুনরায় জিজ্ঞাসিলা দুঃখিত অন্তরে।

---

* বুদ্ধদেব জীবদুঃখ মোচনে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া সত্বর সংসার ত্যাগের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র এসব দেখাইয়াছিলেন।

"এই দশা এব্যক্তির বংশের কি রীতি।
অথবা সকলে কিরে ভোগে এ দুর্গতি ?
প্রকৃত কারণ সূত ! বলহ আমারে।
উপায় চিন্তিব তার যথা অনুসারে॥
সারথি বলিল "দেব ! কুলধর্ম্ম নয়।
জগতে যতেক জীব বসতি করয়॥
সবার যৌবন, জরা আক্রমণ করি।
হরণ করয়ে তার সে রূপ মাধুরী॥
আপনি স্বয়ং আর যত বন্ধু জন।
জরার অধীন দেব ! নিশ্চিত বচন॥
সকলেই ভোগে এই বিষম দুর্গতি।
এর হস্ত হ'তে কারো নাহিক নিষ্কৃতি॥"
এসব শ্রবণ করি প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে।
বলিয়া উঠিলা অতি শোক সহকারে॥
হায় রে ! যৌবনে মোরা উন্মত্ত হইয়া।
শরীরের পরিণাম না দেখি ভাবিয়া॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ যত নিরবোধ জনে।
কেন হায় ! মত্ত এই যৌবনাভিমানে ?
হে সারথি ! রথবেগ সম্বর ত্বরায়।
মিছা কাযে মত্ত কেন র'ব এ ধরায় ?

জরা যারে একদিন করে আক্রমণ।
ক্রীড়ামোদে মত্ত তার কিবা প্রয়োজন?
এ বলিয়া রাজপুত্র গৃহেতে ফিরিলা।
তাহা শুনি মহারাজ শঙ্কিত হইলা॥
দক্ষিণ তোরণ দিয়া দেব বুদ্ধাঙ্কুরে।
অন্যদিন যেতেছেন প্রমোদ কান্তারে॥
হেন কালে পথিমধ্যে রোগী এক জন।
জিজ্ঞাসিলা সারথিরে করিয়া দর্শন॥
"এই কোন জন হায়! বল হে সারথি!
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে অতি॥
বিকল ইন্দ্রিয় এর বিবর্ণ শরীর।
উদর পীড়ায় আহা! আর যে অস্থির॥
নিজ ঘৃণনীয় মল মূত্রেতে পড়িয়া।
কেন বল রহিয়াছে শয়ন করিয়া?"
সারথি বলিল"দেব! রোগী এই জন।
মৃত্যুকাল উপস্থিত ইহার এখন॥
তেজ বল ত্রাণ আর নাহিক তাহার।
মরণ নিশ্চয় তার রক্ষা নাহি আর॥
নিরাশ্রয় হইয়াছে রোগের কারণ।
এখন তাহার কোন নাহি বন্ধু জন॥

সারথির বাক্য শেষ হইতে না হ'তে
বলিলেন বুদ্ধাঙ্কুর কাতর স্বরেতে॥
"স্বপন ঘটনা যত নিদ্রাভঙ্গ হ'লে।
অমনি যেমন হায়! কোথা যায় চলে॥
সেরূপ সুস্থতা এই কভু নিত্য নয়।
ক্ষণ তরে কেন নর পাপে রত হয়?
কোন জ্ঞানী এই সব করি দরশন।
সংসার সুখেতে চায় হইতে মগন?"
এ বলি উন্মনা হয়ে গৃহেতে ফিরিলা।
তাহা শুনি নরপতি মহাব্যস্ত হৈলা॥
অনন্তর অন্য দিন দেব বুদ্ধাঙ্কুরে।
পশ্চিম তোরণ দিয়া যাইতে কান্তারে॥
হেনকালে পথিমধ্যে খট্টার উপরে।
মানব শরীর এক বস্ত্রাবৃত হেরে॥
বেষ্টন করিয়া তায় বন্ধু পরিজন।
অতিশয় আর্ত্তনাদে করিছে রোদন!
অশ্রু জল পড়িতেছে অবিরল ধারে।
বুকে করাঘাত কেহ মারিছে সজোরে।
আপনা আপনি কেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া।
মাটীতে পড়িছে কেহ শোকে মগ্ন হৈয়া

এই শোচনীয় দৃশ্য দেখি বুদ্ধাঙ্কুরে।
সারথিরে জিজ্ঞাসিলা অতি সকাতরে!
"একি ? একি ? হে সারথি বলহ ত্বরায়।
এ দৃশ্য হেরিয়া মম প্রাণ ফেটে যায়।
একটী পুরুষ কেন খাটেতে করিয়া।
বহিয়া যেতেছে হায় শোকাকুল হৈয়া॥
মস্তকেতে ধূলিক্ষেপ, বক্ষে করাঘাতে।
কেন কাঁদিতেছে এত বিলাপ ধ্বনিতে!"
সারথি বলিল তাহা করিয়া শ্রবণ।
"ওহে দেব! এ ব্যক্তির হয়েছে মরণ॥
পিতা মাতা জায়া পুত্র এই পৃথিবীতে।
আর না পাইবে কভু দর্শন করিতে॥
আত্মীয় স্বজন আদি করি বিসর্জ্জন।
এই ব্যক্তি পরলোকে করেছে গমন॥"
সারথির বাক্য প্রভু শ্রবণ করিয়া।
বলিলেন অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া॥
হায় হায় যে যৌবন জরা জর্জ্জরিত!
যেই রে সুস্থতা আর ব্যাধি-পরাহত॥
অনিত্য জীবন যথা বিজুলী সমান।
ধিক্ ধিক্ সমুদয় অতি ছার জ্ঞান॥

আমোদ প্রমোদে পুনঃ যেই বিজ্ঞজন।
ক্ষণ সুখ তরে হায়! বিমোহিত হন॥
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সে পণ্ডিত জনে।
এই দুঃখ, দুঃখ কেন নাহি ভাবে মনে?
জরা ব্যাধি মৃত্যু যদি কভু না থাকিত।
জীবগণ এই সব যদি না ভোগিত॥
তাহাতে বা সুখ কিরে জীবের জীবনে?
পঞ্চস্কন্ধ*থাকাতেই দুঃখ প্রাণিগণে!
জরা ব্যাধি মৃত্যু যবে নিত্য সঙ্গী হায়!
এ দারুণ দুঃখ কিরে সহ্য করা যায়?
অতএব হে সারথি! করহ শ্রবণ।
ফিরে চল, মুক্তিপথ করিব চিন্তন॥
আর এক দিন পুনঃ প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে।
উত্তর তোরণ দিয়া যাইতে কান্তারে॥
পথিমধ্যে দেখি এক সন্ন্যাসী সুজন।
সারথিরে জিজ্ঞাসিলা হয়ে হৃষ্টমন॥
"বল বল শীঘ্রগতি বল হে সারথি!
ইনি কোন জন? কিবা প্রশান্ত মূরতি!

---

*পঞ্চস্কন্ধ—রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, সংস্কার।

কাষায় বসন হেরি পরিধেয় তাঁর।
হস্তে ভিক্ষাপাত্র স্থিত দেখিতেছি আর ॥
কভু ঊর্দ্ধদিকে নাহি তুলেন নয়ন।
অহো কিবা সুপ্রশান্ত ইহাঁর গমন!
বিনয় মূরতি এঁর, নম্রতা-আধার।
একি অপরূপ দৃশ্য হেরেনু এবার!
সারথি বলিল, "দেব! ভিক্ষু এই জন।
অতিশয় সুবিনীত এঁর আচরণ ॥
সন্ন্যাস ধরম ইনি গ্রহণ করিয়া।
আপনার সম সবে থাকেন দেখিয়া ॥
কাম ক্রোধ আদি রিপু করেছেন জয়।
অশান্তি তাঁহারে আর করে না আশ্রয় ॥
সংসার বাসনা ইনি করি' বিসর্জ্জন।
ভিক্ষা অন্নে করিছেন জীবন যাপন ॥"
এ বারতা বুদ্ধাঙ্কুর শ্রবণ করিয়া।
বলিলেন সারথিরে উল্লাসিত হৈয়া ॥
"প্রাণের বাঞ্ছিত কথা বলেছ সারথি।
পণ্ডিতেরা গান সদা প্রব্রজ্যা-সুখ্যাতি ॥
নিজের পরের হিত এই আচরণে।
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহিক ভুবনে ॥

জীবন সুখের আহা! ইহাতেই হয়।
ইহা হ'তে জীবনের আছে কি সদ্ব্যয়?
অতএব এই পথ আশ্রয় করিয়া।
অপরেরে ইহা আমি দিব শিখাইয়া॥
জীবের দুর্গতি আর না যায় সহন।
ছেদিব ছেদিব ত্বরা সংসার বন্ধন॥
এইরূপ বুদ্ধাঙ্কুর করিয়া মনন।
বিষণ্ণ হৃদয়ে অতি করেন চিন্তন॥
স্নেহময় জনকের সুকোমল প্রাণে।
কিরূপে বিঁধিবে আহা, এই বাক্যবাণে!
মাতৃসমা গৌতমীর স্নেহের বন্ধন।
কিরূপে কিরূপে আহা! করিবে ছেদন॥
পতিপ্রাণা গোপারে বা কিরূপ করিয়া।
জন্মের মতন হায়! যাবেন ফেলিয়া॥
স্বামী বিনে যেই গোপা অন্যে নাহি জানে।
স্বামীই আশ্রয় এক যাহার জীবনে॥
যাবেন কেমনে সেই গোপারে ফেলিয়া।
মণিহারা ফণিনীর মতন করিয়া॥
এই সব ক্ষণে ক্ষণে উঠিয়া অন্তরে।
আঘাত করিতে তাঁরে লাগিল সজোরে॥

কৃতবার দৃঢ়চিত্ত ত্যজিতে সংসার।
ওসব চিন্তায় কিন্তু করে ছারখার॥
আবার জীবের দুঃখ করিয়া স্মরণ।
অবিরলে করিতেন অশ্রুবরষণ॥
আপনার অপরের নিত্য সুখ তরে।
প্রস্তুত হতেন আহা! প্রাণ সঁপিবারে॥
হেনকালে বুদ্ধাঙ্কুর পান সমাচার।
সুলক্ষণ পুত্র এক জন্মেছে তাঁহার॥
এবারতা কহিলেন করিয়া শ্রবণ।
পুনঃ এক উপনীত নূতন বন্ধন!
রাহু যথা গ্রাসি'রাখে পূর্ণ-শশাঙ্কেরে।
এই পুত্রে রাখিবারে তথা বুদ্ধাঙ্কুরে॥
নরপতি শুদ্ধোদন মহাহৃষ্ট হৈয়া।
রাখিলেন পৌত্র নাম "রাহুল" বলিয়া॥
এদিকেতে বুদ্ধাঙ্কুর ভাবিছেন মনে।
শীঘ্রগতি ছিঁড়িবারে সংসার বন্ধনে॥
কিন্তু যদি জনকেরে নাহি জানাইয়া।
মুকতির তরে যান সংসার ত্যজিয়া॥
তবে নিদারুণ শেল অতীব সজোরে।
আঘাত করিবে তাঁর স্নেহের পিঞ্জরে!

এই কথা বুদ্ধাঙ্কুর করিয়া চিন্তন।
অশ্রুনীরে আর্দ্রিত, করিয়া চন্দ্রানন॥
পিতার গোচরে গিয়া উপনীত হয়ে।
বলিলা মনের ভাব প্রকাশ করিয়ে॥
পুত্রের বারতা আহা! করিয়া শ্রবণ।
অচেতন হইলেন নৃপ শুদ্ধোদন॥
বহুক্ষণ পরে হায়! চেতনা পাইয়া।
বলিলেন প্রাণ-পুত্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
"কি কথা কহিলে ওহে প্রাণের নন্দন!
সংসার ত্যজিতে তব কিবা প্রয়োজন?
কিসের অভাব তব আছে এভুবনে।
কেন না বসিবে পুত্র! রাজ-সিংহাসনে?
তোমারে পাইয়া হাতে স্বর্গলাভ করি।
প্রাণসমা প্রেয়সীরে রয়েছি পাশরি॥
ওরেরে দুঃখের ধন! অমূল্য রতন।
তুমি বিনা এজীবনে কিবা প্রয়োজন?
পুষ্পাঘাতে যে শরীর ম্লান হয়ে যায়।
ভিখারীর বেশ অহো! সহ্য কিরে তায়?
কেন বা সংসারত্যাগী হবে পুত্র ধন!
যাহা চাও তাহা দিব বলিহ এখন॥"

এই কথা বুদ্ধাঙ্কুর শ্রবণ করিয়া।
বলিলেন জনকেরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
"চতুষ্টয় বর পিতঃ! যদি দেন মোরে।
তা'হলে থাকিব আমি সংসার ভিতরে॥
সংসারে থাকিতে নতু' অন্যোপায় নাই।
মম ভিক্ষা এই পিতঃ! আপনার ঠাঁই॥
জরা যেন আক্রমণ নাহি করে মোরে।
যৌবন আমার যেন থাকে চির তরে॥
সুস্থ যেন থাকি আমি সদা সর্ব্বক্ষণ।
ব্যাধি যেন আক্রমণ না করে কখন॥
আয়ু যেন একেবারে নাহি হয় ক্ষয়।
মরণ আমার যেন কখনো না হয়।
এ চারিটী ভয়ে আমি শঙ্কিত হইয়া॥
নিরন্তর দুঃখনীরে রয়েছি ডুবিয়া।
এসব হইতে যদি করেন উদ্ধার॥
তবে না যাইব পিতঃ! ত্যজিয়া সংসার।"
পুত্রের বারতা শুনি নৃপ শুদ্ধোদন।
শোকার্ত্ত হৃদয়ে পুত্রে বলেন তখন॥
"এই চতুষ্টয় হ'তে রক্ষিবার তরে।
ওহে প্রাণপুত্র! মম শক্তি আছে কিরে?

কল্পান্ত তপস্যাকারী মুনি ঋষিগণ।
না পারেন এই সব করিতে খণ্ডন ॥”
তখন বলিলা পুনঃ প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে।
এসব নারেন যদি পূর্ণ করিবারে ॥
আর এক বর তবে প্রদান করিয়া।
লউন লউন পিতঃ! মোরে উদ্ধারিয়া ॥
জীবতরে এজীবন করিতে অর্পণ।
‘তৃষ্ণাজাত পুত্র-স্নেহ করুন ছেদন ॥’
জীবের দুর্গতি আর না পারি সহিতে।
অনুমতি দেন পিতঃ! জীব তরাইতে ॥
পুত্রের প্রার্থনা রাজা শ্রবণ করিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে নরপতি উঠে বিলাপিয়া ॥
পুত্রের গলায় ধরি করিয়া ক্রন্দন।
কত যত্ন করিলেন করিতে বারণ ॥
পাষাণ গলিত হৈল রাজার রোদনে।
অন্য ভাব নাহি হ’ল সিদ্ধার্থের মনে ॥
পিতৃ দুঃখে দুঃখী হ’য়ে কাঁদিতে লাগিল।
তথাপি তাঁহার মন কিছু না টলিল ॥
যখন সকল চেষ্টা গেল ব্যর্থ হৈয়া।
অনুমতি দিলা রাজা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥

অদম্য আকাঙ্ক্ষা দেখি ধর্ম্মলাভ তরে।
একমাত্র পুত্রে, জীব দুঃখ হরিবারে॥
ধর্ম্মশীল পিতা এই ত্যজি স্বর্ণপুরী।
বিদায় দিলেন আহা! হ'তে বনচারী॥
ধন্য ধন্য নরপতি ধন্য শুদ্ধোদন।
দীন নব বন্দে তব যুগল চরণ॥
পিতার নিকট হ'তে বিদায় হইয়া।
গৃহে গিয়া বুদ্ধাঙ্কুর র'লেন শুইয়া॥
ওদিকেতে পুত্রে রাজা সন্ন্যাসী হইতে।
আজ্ঞা দিয়া লাগিলেন বিলাপ করিতে॥
মাঝে মাঝে মূর্চ্ছাগত হয়েন রাজন।
চেতনা পাইয়া পুনঃ করেন ক্রন্দন॥
নগরী বিষাদ মূর্ত্তি ধারণ করিল।
শাক্যগণ শুনি তাহা বলিতে লাগিল॥
"নিশ্চিন্ত হউন ওহে নৃপ মহাশয়!
কুমারেরে রক্ষা মোরা করিব নিশ্চয়॥
তিনিত একাকী, মোরা কত শত জন।
কিবা শক্তি আছে তাঁর করে পলায়ন?
এ বলিয়া পঞ্চশত মিলি শাক্যবীরে।
সশস্ত্র হইয়া র'ল রক্ষিতে কুমারে॥

কেহ গজে কেহ অশ্বে আরোহণ করি।
রহিল সে নগরের চারিদ্বার ঘেরি॥
মাতৃসমা প্রজাবতী ডাকি চেটি-গণ।
দীপালোকে কৈলা পুরী উজ্জ্বল বরণ॥
প্রতিজ্ঞা করিল যত দাস দাসিগণ।
কুমারেরে রাখিবারে থাকি জাগরণ
নর্ত্তকীরা নানা বেশে বিভূষিতা হৈয়া।
সিদ্ধার্থের গৃহ মাঝে প্রবেশ করিয়া॥
কতরূপ হাব ভাব লীলা সহকারে।
নৃত্যগীত আরম্ভিল ভুলা'তে কুমারে॥
কিন্তু সেই মিছামোদে সিদ্ধার্থের মন।
সাধ্য কিরে আছে আহা করে উচাটন?
সংসার ত্যাগের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া।
পড়িলেন রাজপুত্র নিদ্রিত হইয়া॥
তাহা দেখি নর্ত্তকীরা পরস্পর কয়।
"মোদের যাঁহার তরে এত শ্রম ব্যয়॥
তিনি যদি রহিলেন নিদ্রিত হইয়া।
কেন বা থাকিব মোরা নৃত্যাদি করিয়া?"
এ বলিয়া নর্ত্তকীরা শয়ন করিল।
দীপমালা ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হৈল॥

অতঃপর দ্বিপ্রহরা রজনী সময়ে।
উঠিলেন বুদ্ধাঙ্কুর জাগ্রত হইয়ে॥
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তখন।
নিদ্রিতা নর্ত্তকিগণে করিলা দর্শন॥
বিবিধ বীভৎস বেশ ধারণ করিয়া।
রহিয়াছে সকলেই অচেতন হৈয়া॥
এই দৃশ্য বুদ্ধাঙ্কুর করি' দরশন।
মানব দেহের প্রতি হতশ্রদ্ধ হন॥
জীবের দুর্গতি তিনি ভাবনা করিয়া।
নীরবে চক্ষের জল দিলেন ছাড়িয়া॥
বাহিরেতে দৃষ্টি করি করেন দর্শন।
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে কেবা আছে একজন॥
আহ্বান করাতে সেই উপনীত হৈল।
সারথি ছন্দক, প্রভু দেখিতে পাইল॥
বলিলেন ছন্দকেরে সকরুণ স্বরে।
ত্যজিব সংসার আজ রজনী ভিতরে॥
বাল্যকাল হ'তে প্রাণ যাহার লাগিয়া।
রহিয়াছে ছন্দকরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
লভিব লভিব আজি সে অমূল্য ধন।
শীঘ্রগতি অশ্ব ল'য়ে এসরে এখন॥

ছন্দক একথা যবে শ্রবণ করিল।
মস্তকেতে বজ্র তার অমনি পড়িল॥
বহু কষ্টে শোকবেগ করি সম্বরণ।
বুঝা'য়ে বুঝা'য়ে কত করিল ক্রন্দন॥
কিছুতেই না পারিয়া বারণ করিতে।
প্রভু পুত্রে বলিল সে কাঁদিতে কাঁদিতে॥
তবে কি নিশ্চয় প্রভু, ত্যজিবে সংসার।
দাসেরে বলুন ত্বরা ওহে গুণাধার!
বুদ্ধাঙ্কুর বলিলেন "মোক্ষপথ তরে।
প্রদান করেছি আমি এই জীবনেরে॥
বজ্র যদি দশদিক কম্পান্বিত করি।
পড়য়ে চ্ছন্দক, মম এমস্তক'পরি॥
হিমালয় শৃঙ্গ যদি স্খলিত হইয়া।
গম্যপথ থাকে মম আবদ্ধ করিয়া॥
যদিও বা জলরাশি ক্ষোভিত হইয়ে।
গম্যপথ রহে মম জলে ডুবাইয়ে॥
তবেও সঙ্কল্প মম টলিবার নয়।
প্রাণের চ্ছন্দক! তুমি জানিও নিশ্চয়॥
চ্ছন্দক! তোমারে আমি এ মিনতি করি।
সুমহৎ কাজে মম থাক পক্ষ ধরি॥"

ছন্দক এসব কথা শ্রবণ করিয়া।
ভাবনা করয়ে অতি বিষণ্ণ হইয়া ॥
প্রাণিগণে উদ্ধারিতে মোদের কুমার
যেতেছেন দুঃখময় ত্যজিয়া সংসার ॥
ইহা হ'তে জীবনের আছে কি সদ্ব্যয় ?
ইহাই প্রকৃত সুখ জানিনু নিশ্চয় ॥
বলিল ছন্দক তাহে প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে।
''ওহে প্রভু, যদি তব বাঞ্ছা পূরা'বারে ॥
এ অনিত্য প্রাণ মম বিসর্জ্জিতে হয়।
তবেও এ দাস আর কুণ্ঠিত না হয় ॥''
এসব বারতা বলি ছন্দক সারথি।
অশ্ব আনিবারে গেল অতি শীঘ্রগতি ॥
ছন্দক বিদায় হ'লে প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে।
চিন্তিত হইয়া অতি ভাবেন অন্তরে ॥
''জনমের মতন ত ত্যজিয়া সংসার।
রেখে চলিলাম মম প্রিয় পরিবার ॥
অতএব এসময়ে নব্য পুত্র, জায়া।
বারেক হেরিয়া যাই সংসার ছাড়িয়া ॥''
মনে মনে এই চিন্তা করি' বুদ্ধাঙ্কুরে।
ধীরে ধীরে উপজিয়া সূতিকা আগারে ॥

দেখেন প্রদীপ জ্বলে মিট্ মিট্ করিয়া।
সপ্তাহের শিশু আছে গৃহ উজলিয়া॥
এক হাতে সন্তানের মস্তক রাখিয়ে।
আর হাতে পুত্রধনে বক্ষে জড়াইয়ে॥
রয়েছেন গোপাদেবী পুষ্পের শয্যায়।
অচেতন হয়ে আহা! বিঘোর নিদ্রায়॥
সন্তানেরে একবার জন্মের মতন।
কোলে লইবারে প্রভু করিলা মনন॥
কিন্তু যদি গোপাদেবী জাগরিত হন।
সংসার ত্যাগেতে হয় অনিষ্ট সাধন॥
এই চিন্তা বুদ্ধাঙ্কুর করিয়া অন্তরে।
নারিলেন শেষ আশা পূরিবার তরে॥
কিন্তু সে ক্ষণিক মায়া প্রভু দয়াময়।
অমনি সে সমূলেতে করিলেন ক্ষয়॥
অন্তঃপুর সীমা অতি ত্বরায় ফেলিয়া।
রহিলেন ছন্দকের প্রতীক্ষা করিয়া॥
কণ্ঠক নামেতে অশ্ব দ্রুতগামী অতি।
আনিল ছন্দক তথা অতি শীঘ্রগতি॥
বুদ্ধাঙ্কুর বসিলেন শীঘ্র অশ্ব'পরে।
ছন্দক লাঙ্গুল তার রহিল সে ধরে॥

মহাবল অশ্ব সেই এক লাফ দিয়া।
সমুন্নত প্রাচীর সে গেল পার হৈয়া॥
নগর বাহির প্রভু হ'লেন যখন।
অভীষ্ট সিদ্ধিতে মার* করে নিবারণ॥
তাঁহে ভীমবলে তারে প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে।
পরাজয় করি অতি ফেলিলেন দূরে॥
কিন্তু হায়, এভুবনে কত কত জন।
ধর্ম্মলাভ করিবারে করিয়া গমন॥
অমনি সে প্রলোভনে জড়িত হইয়া।
ধর্ম্মপথ পরিহরি আইসে ফিরিয়া॥
অতএব ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মম প্রিয়গণ!
সাবধানে ধর্ম্মপথ করিও রক্ষণ॥
অতঃপর বুদ্ধাঙ্কুর অশ্বে ঈশারিয়া।
দক্ষিণ পূরব দিকে দিলা চালাইয়া॥
নক্ষত্র বেগেতে অশ্ব করিল গমন।
পথে কত শত বাধা কৈল অতিক্রম॥
কত দেশ জনপদ ত্বরায় ফেলিয়া।
পঞ্চচত্বারিংশ ক্রোশ গমন করিয়া॥

মার,—প্রলোভন, যদ্দ্বারা শুভকর্ম্মে বিঘ্ন হয়।

অনোমা নদীর তীরে প্রভাত সময়।
উপনীত হইলেন প্রভু দয়াময়॥
সেই নদী পার তথা হইলা যখন।
অশ্বোপরি হতে আহা, নামিয়া তখন॥
নদীর সিকতাময় ভূ'মে দাঁড়াইয়া।
বলিলেন চ্ছন্দকেরে প্রিয় সম্বোধিয়া॥
"প্রাণের চ্ছন্দক! গৃহে করহ গমন।
অশ্ব আর ল'য়ে মম এই আভরণ॥
এখানে সন্ন্যাস বেশ ধারণ করিয়া।
মনোমত স্থানে আমি যাই রে চলিয়া॥"
চ্ছন্দক বলিল তাহে বুদ্ধাঙ্কুরে।
"আমিও সন্ন্যাসী হব সঙ্গে থাকিবারে॥"
এ বলি চ্ছন্দক কত মিনতি করিলা।
কিন্তু প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে তাহে নিষেধিলা॥
একে একে আভরণ করি উন্মোচন।
চ্ছন্দকের হাতে প্রভু করিলা অর্পণ॥
চ্ছন্দক নীরবে আহা! তাহা নিরখিয়া।
শোকেতে চক্ষের জল দিলরে ছাড়িয়া॥
বুদ্ধাঙ্কুর মনে মনে ভাবিলেন হায়।
সন্ন্যাসীরে দীর্ঘকেশে শোভা কিরে পায়?

এ বলিয়া স্বীয় কেশ ছেদন করিয়া।
উপর দিকেতে প্রভু দিলা উড়াইয়া॥
এখানেতে চৈত্য এক সংস্থাপিত হয়।
"চূড়াপ্রতিগ্রহণ" সে তাহাকে বলয়॥
আহা কি আশ্চর্য্য শক্তি কেশেও তাঁহার।
ঊর্দ্ধদিকে চলে যেন কুসুমের ঝাড়॥
দেবরাজ ইন্দ্র উহা করি' দরশন।
সাদরে লইয়া গেলা আপন ভুবন॥
নির্ম্মাণ করিয়া তথা চৈত্য মনোহর।
রাখিলা বুদ্ধের কেশ তাহার ভিতর॥
হরষিত হয়ে অতি যত দেবগণ।
"চূড়ামণি" চৈত্য-নাম করিলা অর্পণ॥
এখনও নরগণ ধর্ম্ম-প্রাপ্তি আশে।
"আকাশ প্রদীপ" তোলে তাহার উদ্দেশে॥
তার পর রত্নময় বস্ত্র নিরখিয়া।
ভাবিলেন বুদ্ধাঙ্কুর সন্ন্যাস স্মরিয়া॥
মহামূল্য বস্ত্র এই সন্ন্যাসীর নয়।
এবলিয়া তাহা ত্যাগে মনন করয়॥
হেনকালে ব্রহ্মরাজ* ব্যাধরূপী হৈয়া।
কাষায় বসন আনি দিলা বিতরিয়া॥

---

* মহাব্রহ্মরাজ কাষায় বস্ত্র তিন খানা, কোমরের বন্ধনের রজ্জু,

বুদ্ধাঙ্কুর সেই বস্ত্র করিয়া ধারণ।
করিলেন রত্নময় বস্ত্র বিসর্জ্জন॥
এখানেও চৈত্য এক সংস্থাপিত হয়।
"কাষায় গ্রহণ" বলি তাহারে বলয়॥
আহা প্রভু বুদ্ধাঙ্কুর জীব তরাইতে।
উদাসীন হইলেন ঊনত্রিশ বর্ষেতে॥
অন্তকালে পাইবারে ওরাঙ্গা চরণ।
দীন হীন নব এই করে আকিঞ্চন॥
দয়াময় বুদ্ধাঙ্কুর পুনঃ চ্ছন্দকেরে।
কত বুঝ দেন যে'তে কপিল নগরে॥
বলিলেন জনকেরে দিতে আভরণ।
তাঁর তরে কাঁদিবারে করেন বারণ॥
সিদ্ধিলাভ যবে হবে তখন যাইয়া।
লইবেন সকলেরে উদ্ধার করিয়া॥
ইত্যাদি বারতা প্রভু তাহারে শিখা'য়ে।
গৃহ অভিমুখে আহা! দিলেন পাঠা'য়ে॥
চ্ছন্দক যে স্থান হ'তে আইসে ফিরিয়া।
"চ্ছন্দকনিবর্ত্তন"তা, আছে খ্যাত হৈয়া॥

ভিক্ষাপাত্র, সূচিকা, ক্ষুর, জলছাকনী সন্ন্যাসীর সম্বল এই অষ্ট পরিষ্কার দ্রব্য প্রদান করেন।

এখনও চৈত্য তথা আছে বর্ত্তমান।
পাঠক কল্পনা চক্ষে দেখুন সেস্থান॥
ছন্দক দুঃখিত মনে ঐ সব লইয়া।
গৃহ অভিমুখে চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
যত দূর দেখা যায় ফিরিয়া পশ্চাতে।
ধীরে ধীরে চলে সেই দেখিতে দেখিতে॥
যখন অদেখা হ'ল প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে।
কাঁদিতে কাঁদিতে ছন্দক যায় উচ্চৈঃস্বরে॥
চারি দিক শোকনীরে করিয়া মগন।
কপিল নগরে আহা! করিল গমন॥
শ্মশানেতে মৃত পুত্র দাহন করিয়া।
পিতা যথা ঘরে আসে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
ছন্দক সেরূপ আজি করিয়া ক্রন্দন।
গৃহ অভিমুখে হায়! করিল গমন॥
বনের কণ্ঠক পশু, প্রভুর শোকেতে।
প্রাণত্যাগ করিল সে পথের মধ্যেতে॥
সারথি ছন্দক গৃহে উপনীত হৈয়া।
শোকের সাগরে সবে দিল ভাসাইয়া॥
অন্তঃপুরে যেই স্থানে আছেন রাজন।
ছন্দক উপাজ তথা দিল আভরণ॥

মাতৃসমা প্রজাবতী পিতা শুদ্ধোদনে।
উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠে তাহা দরশনে॥
পতিপ্রাণা গোপাদেবী বিলাপ করিয়া।
মনিময় বস্ত্র তাঁর দূরে ফেলাইয়া॥
সুমোহন কেশ দাম করিয়া ছেদন।
খুলিয়া ফেলিল। যত গাত্র আভরণ॥
পরিধান করি এক সামান্য বসন।
সার করিলেন গোপা সন্ন্যাস জীবন॥
পতির সন্ন্যাসে সব করি পরিহার।
সন্ন্যাসিনী প্রাণ মাত্র করিলেন সার॥
ধন্য মাতঃ গোপাদেবী, তোমার জনম।
দীন নব বন্দে তব কমল চরণ॥
হায়রে! সেদিন কবে আসিবে ফিরিয়া।
স্মরিতে সেকথা যায় হৃদি বিদারিয়া॥

সাধনা ও সিদ্ধিলাভ

বা

বুদ্ধত্বলাভ।

সন্ন্যাস গ্রহণ করি' প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে।
"অনুপ্রিয়" চ্যুতবনে অনোমার তীরে ॥
সপ্ত দিন বাস করি হয়ে হৃষ্টমন।
দক্ষিণ পূরব দিকে করিলা গমন ॥
শাকী পদ্মা ব্রাহ্মণীর, রৈবত * আশ্রমে।
পথিমধ্যে রহিলেন আতিথ্য গ্রহণে ॥
তাঁহারা সকলে অতি হয়ে হৃষ্টমন।
করিলেন বুদ্ধাঙ্কুরে আশ্রয় অর্পণ ॥
ক্রমে ক্রমে রাজপুত্র বৈশালী নগরে †।
উপনীত হইলেন মাহানন্দ ভরে ॥
অড়ার কালীম নামে পণ্ডিত সন্ন্যাসী!
আশ্রমে রাখেন তাঁরে হয়ে অতি খুসী ॥

---

* এই রৈবত ব্রহ্মঋষি ছিলেন।

† জেনারল কনিংহাম বলেন বারানসীর ১৪০ মাইল পূর্ব্ব উত্তরবর্ত্তী বেশার নামক স্থানে প্রাচীন বৈশালী স্থাপিত ছিল।

তিন-শত শিষ্যে সেই পণ্ডিতে বেড়িয়া।
নানা শাস্ত্র শিখিতেন হরষিত হৈয়া॥
তথা হ'তে বোধিসত্ত্ব করিয়া গমন।
মগধের রাজগৃহে উপনীত হন॥
পাণ্ডব শৈলের * এক নির্জ্জন গুহায়।
মনোমত স্থান লভে রাজপুত্রে হায়॥
রজনী প্রভাতে হস্তে ভিক্ষাপাত্র লৈয়া।
রাজগৃহ-দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া॥
উদরান্ন তরে আহা! রাজার কুমারে।
ধীরে ধীরে লাগিলেন ভিক্ষা করিবারে॥
পাঠক! কল্পনা চক্ষে করুন দর্শন।
এদৃশ্য হেরিলে প্রাণ করেনি ক্রন্দন?
সিদ্ধার্থের মূর্ত্তি দেখি নাগরিকগণে।
চাহিয়া রহিল সবে সতৃষ্ণ নয়নে॥
গৃহিগণ গৃহকার্য্য অমনি ফেলিয়া।
বুদ্ধাঙ্কুরে এক দৃষ্টে রহিল চাহিয়া॥
পথিকেরা গম্যস্থানে না করি' গমন।
দাঁড়া'য়ে রহিল তাঁরে করিয়া দর্শন॥

---

* এশৈল মগধরাজ্যের একপার্শ্বে স্থিত। ইহা এখনি রত্ন-গিরি নামে প্রসিদ্ধ।

বণিকেরা বেচা কিনা আবদ্ধ করিয়া।
সিদ্ধার্থের মুখপানে রহিল চাহিয়া ॥
সেই রাজ্যে বিম্বসার ছিলেন তখন।
অতীব প্রভাপান্বিত ধার্ম্মিক রাজন ॥
নগর রক্ষকগণ বিস্মিত হইয়া।
রাজারে সংবাদ দিল অমনি দৌড়িয়া ॥
"অপূর্ব্ব পুরুষ এক পশিয়া নগরে।
ভিক্ষা করিছেন প্রভু, গিয়া দ্বারে দ্বারে ॥"
একথা শ্রবণ করি ধার্ম্মিক নৃপতি।
মোহিত হইয়া দেখি' সিদ্ধার্থ-মূরতি ॥
আদেশ করিলা, "এই পুরুষ রতন।
অনুসরণেতে যাও, অনুচরগণ ॥"
পাণ্ডব শৈলের পার্শ্বে রাজার কুমারে।
উপজি' বসিলা ভিক্ষা অন্ন খাইবারে ॥
বাল্যকাল হতে আহা ! রাজভোগে খে'য়ে।
থাকিতেন যেইজন জীবন ধরিয়ে ॥
পলান্ন খাইতে যাঁর রুচি নাহি হয়।
ওসব খাদ্যেতে তাঁর প্রবৃত্তি কি রয় ?
অতি কষ্টে রাজপুত্র করিলা আহার।
কিন্তু বমি উপনীত হৈল বার বার ॥

এরূপ যাতনা ভোগ যদি না করিত
সিদ্ধার্থ হইতে বুদ্ধ তবে কি পারিত ?
ওদিকেতে বিম্বসার ধার্ম্মিক নৃপতি
সংবাদ পাইয়া তথা এলা শীঘ্রগতি ॥
বলিলেন বুদ্ধাঙ্কুরে করি সম্বোধন।
"সৌন্দর্য্যের সার ওহে পুরুষ রতন !
কোথা হ'তে এইস্থানে হৈল আগমন।
করেছেন কি প্রশান্ত মুরতি ধারণ ॥
বলিলেন বুদ্ধাঙ্কুর করুণ স্বরেতে।
"অসিয়াছি মহারাজ ! কপিলা হইতে ॥"
তার পর প্রশ্ন করি জানিলা রাজন।
কপিলার রাজা, শুদ্ধোদনের নন্দন ॥
পরিবার সম্পর্কীয় অমিল কারণে।
সন্ন্যাসী হ'য়েছে বলি' রাজার নন্দনে ॥
মহারাজ বিম্বসার বলিলা তখন।
"কেন প্রভু করেছেন সন্ন্যাস গ্রহণ ?
মম রাজ্য অর্দ্ধ অংশ সম্ভোগ করিয়া।
বসতি করুন সদা সুখেতে বসিয়া ॥
ভগবান বুদ্ধাঙ্কুর করিয়া শ্রবণ।
বলিলেন নৃপতিরে করি সম্বোধন ॥

"লবণ মিশ্রিত জল যথা পিপাসায়।
পান কৈলে বেশী আরো অনিষ্ট ঘটায়॥
তথা হে রাজন! এই বাসনা নিশ্চয়।
যত ভোগে তত আরো অনিষ্ট ঘটয়॥
এহেতু বাসনা এই সমূলে নাশিয়া।
নিজে মুক্ত হয়ে পরে লৈতে উদ্ধারিয়া॥
পিতার বিপুল ধন করি' বিসর্জ্জন।
করিয়াছি ওহে নৃপ! সন্ন্যাস গ্রহণ"॥
নরপতি বিম্বসার এসব শুনিয়া।
বলিলেন বুদ্ধাঙ্কুরে ভক্তিযুক্ত হৈয়া॥
"আপনি পরম জ্ঞান পাবেন যখন।
তখন আসিয়া দাসে দিবেন দর্শন॥"
এ বলিয়া নরপতি করিয়া প্রণাম।
পরিজন সহ গেলা আপনার ধাম॥
বুদ্ধাঙ্কুর তাঁর বাক্য করিয়া গ্রহণ।
লাগিলেন শৈলে শৈলে করিতে ভ্রমণ॥
কোন শৈল গৃহে ঋষি রুদ্রক নামেতে।
সাত শত শিষ্যে ছিলা শাস্ত্র শিখাইতে॥
দয়াময় বুদ্ধাঙ্কুর তাঁহার সদনে।
উপনীত হইলেন প্রফুল্ল বদনে

ত্যজিয়া সেস্থান, পরে করেন চিন্তন
"অড়ার, রুদ্রক এই ঋষি দুই জন॥
কাম্যবস্তু ভোগ হ'তে গিয়াছেন দূরে।
এবেও কামনা কিন্তু হৃদে বাস করে॥
পাপ কাজ করা হ'তে হৈলাম বারণ।
পাপেচ্ছা না হ'ল যদি সমূলে নিধন॥
নিশ্চিন্ত হইয়া কিরে তবু থাকা যায়?
এক মাত্র শাস্ত্রপাঠে মুক্তি নাহি হায়"
সাধন সাপেক্ষ তাহা প্রতীত হইল।
এ ভাবিয়া বুদ্ধাঙ্কুর ভ্রমিতে লাগিল॥
এই রূপে ভ্রমণান্তে প্রভু দয়াময়।
উরুবিল্ব* গ্রামে গিয়া উপনীত হয়॥
নৈরঞ্জনা নদী† তার পাদদেশ ধু'য়ে।
ধীরে ধীরে রয়েছিল বহিয়ে বহিয়ে॥
নানা জাতি তরুলতা পুষ্পেতে সাজিয়া
রয়েছিল বন ভূমি উজ্জ্বল করিয়া॥
বৃক্ষের সুন্দর শাখে বিহঙ্গমগণ।
মধুর স্বরেতে আহা! করিত কূজন॥

---

* উরুবিল্বের বর্ত্তমান নাম উরাইল। ইহা বুদ্ধগয়ার নিকটে।
† নৈরঞ্জনা নদীর বর্ত্তমান নাম "ফল্গু"।

ছোট ছোট পাখীগুলি পত্রে লুকাইয়া।
করিত মধুর গান নাচিয়া নাচিয়া॥
তরুতল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তায়।
সুশোভিত কুঞ্জবন অপূর্ব্ব শোভায়॥
কোথাও বা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নিকরে।
নদীর সলিলে যে'ত স্নান করিবারে॥
স্থানের অপূর্ব্ব ভাব করিয়া দর্শন।
হইলেন বুদ্ধাঙ্কুর অতি হৃষ্ট-মন॥
তপস্যার অনুকূল মনেতে ভাবিয়া।
এই স্থানে রহিলেন ধ্যানেতে ডুবিয়া॥
চারি জন দ্বিজপুত্র সহিত কোণ্ডাণ্য।
এইস্থানে রয়েছিলা বুদ্ধ-প্রাপ্তি জন্য॥
এসময়ে আসি তাঁরা এই পঞ্চ জনে।
মহানন্দে মিলিলেন বোধিসত্ত্ব-সনে॥
বুদ্ধাঙ্কুর হেন ধ্যানে হইলা মগন।
সে কথা স্মরিলে প্রাণ করয়ে ক্রন্দন॥
কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, তাঁর'পর দিয়া।
কত রৌদ্র, কত বৃষ্টি, গিয়াছে চলিয়া
শীতের প্রখর তাপে বন্য পশু চয়।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া লইত আশ্রয়॥

অনাবৃত দেহে কিন্তু রাজার নন্দন।
ভয়ানক শীত সেই করেছে সহন॥
দংশ মশক আদির দারুণ দংশনে।
কাঁদিত বনের পশু গভীর গর্জ্জনে॥
কিন্তু হায়! সে যাতনা রাজার নন্দন।
সহ্য করি রহিয়াছে ধ্যানেতে মগন
কুঞ্চিত জানুরে কভু এ ছয় বৎসরে।
প্রসারিত করে নাই মুহূর্ত্তেক তরে!
এক দিন তরে হায়! আসন ছাড়িয়া।
উঠে নাই রাজ পুত্র শরীর তুলিয়া!
চন্দ্র সুর্য্য বিনিন্দিত শরীর তাঁহার।
এহেন যে হয়েছিল বিকৃত আকার॥
রাখালে পিশাচ বলি' ধূলি হাতে ল'য়ে।
রাজপুত্র-দেহে আহা! দিত উধাইয়ে॥
ওরেরে বান্ধব মম প্রিয় নরগণ!
এসব স্মরিলে প্রাণ করেনি ক্রন্দন?
দেখহ কতই কষ্ট সহন করিয়া।
ভগবান বুদ্ধদেব মোদের লাগিয়া॥
করেছেন উদ্‌ঘাটন মুকতির দ্বার।
উচিত কি নয় তাহে গমন সবার?

প্রতিদিন পঞ্চশীল* পাল গৃহিগণ।
শান্তিতে রহিবে তবে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
ইহকালে ভোগিবেক নিরমল সুখ।
কভু না হেরিবে আর অশান্তির মুখ ॥
একি সুখ? মৃত্যুপরে লক্ষগুণ তার।
নির্ম্মল বিশুদ্ধ সুখ ভোগিবে অপার ॥
নিশ্চিত জানিও নতু' ইহার লঙ্ঘনে।
পাইবে অপার দুঃখ, না স'বে জীবনে ॥
এত কষ্ট সহিলেন প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে।
তথাপি নারিলা মন-বাঞ্ছা পূরিবারে ॥
অতঃপর কোন্ পথ করিবে ধারণ।
এচিন্তা চিন্তিয়া প্রভু হন অচেতন ॥
দেবরাজ ইন্দ্র আসে এহেন সময়ে।
ত্রিতন্ত্রী একটী বীণা স্বহস্তে লইয়ে ॥
বীণার একটী তার অতি টান ছিল।
তা'হ'তে কর্কশ স্বর বাহির হইল ॥
আর এক তার ছিল অতি ঢিলা হয়ে।
তাহা হ'তে কোন শব্দ ছিলনা হইয়ে ॥

* পঞ্চশীল ১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় তারটী অতি ভাল বাঁধা ছিল।
তা'হ'তে মধুর স্বর বাহির হইল॥
এই কাণ্ড বোধিসত্ত্ব দেখিলা যখন।
পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে উৎসাহিত হন॥
শরীর নিগ্রহ আর বিলাস ভোগন।
উভয়ই পরিহার্য্য জানিয়া তখন॥
মধ্যপথ হৃদয়েতে স্থিরি বুদ্ধাঙ্কুরে।
ইচ্ছা কৈলা তরুতলে ধ্যান করিবারে॥
ইহাতে মনের বাঞ্ছা হইবে পূরণ।
এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল তখন॥
উরুবিল্ব বন-কাছে সেনানী গ্রামেতে।
ধনীর তনয়া এক অতি হৃষ্টচিতে॥
বাস করিতেন সদা ধর্ম্মে রাখি' মতি।
সুজাতা নামিকা সেই অতি গুণবতী॥
বুদ্ধাঙ্কুরে পায়সান্ন হেন সুরমণী।
অতিশয় ভক্তি মনে বিতরিলা আনি॥
"তোমার কামনা পূর্ণ হউক'—বলিয়া।
পায়সান্ন বুদ্ধাঙ্কুর গ্রহণ করিয়া॥
নৈরঞ্জনা নদীকূলে যাই' ধীরে ধীরে।
স্নান করিলেন তার নিরমল নীরে॥

তার পর পায়সান্ন আহার করিয়া।
মনোহর স্থানে তার দিবস কাটিয়া॥
সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রভু করি গাত্রোত্থান।
কাননের অভিমুখে হন আগুয়ান॥
পথেতে স্বস্তিক নামে একজন হ'তে।
দূর্ব্বাদল ভিক্ষা ল'য়ে করুণ স্বরেতে॥
বোধিদ্রুম বৃক্ষমূলে করিয়া গমন।
সেই তৃণে বানাইলা এক যোগাসন॥
বীরাসনে* বসি' তথা ধরিলেন মনে।
"ত্বক, অস্থি, মাংস শুষ্ক, হোক এ আসনে॥
দুর্ল্লভ পরম জ্ঞান যেন না পাইয়া।
না উঠে শরীর মম বিচলিত হৈয়া"॥
সুদৃঢ় সঙ্কল্প এই, তখন করিয়ে।
রহিলেন বুদ্ধাঙ্কুর ধ্যানেতে ডুবিয়ে॥
পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্ব পরে দশজন।
তাঁহার নিকটে আসি উপনীত হন॥

---

* বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদ, দক্ষিণ উরুর উপরে বাম পদ, এবং দক্ষিণ পদের উপরে বাম হস্ত, বাম পদের উপরে দক্ষিণ হস্ততল ঊর্দ্ধমুখে সন্নিবেশ করিয়া ঋজু শরীরে উপবেশনের নাম বীরাসন। ইহার অপর নাম পদ্মাসন।

একটী একটী করি তাঁরা সবজনে।
বুদ্ধাঙ্কুর-যশ-গাথা গান হৃষ্ট মনে॥
হায় তাহা নিরখিয়া পুনঃ দুষ্টমার।
রাগ; তৃষ্ণা, অরতিরে, তনয়া তাহার॥
পাঠাইল সিদ্ধার্থের যোগ ভাঙ্গিবারে।
কিন্তু "নিজ হাতে কেবা বিষ পান করে"?
ভগবান বুদ্ধাঙ্কুর এ কথা বলিয়া।
রমণী নিচয়ে দিলা বিদায় করিয়া॥
পুনরায় দুষ্টমার স্বীয় সৈন্য ল'য়ে।
সিদ্ধার্থে করিতে জয় স্বয়ং আসিয়ে॥
কতরূপ দেখাইল আহা প্রলোভন।
অভীষ্ট সিদ্ধিতে তাঁর করিতে বারণ॥
বলিলেন বুদ্ধাঙ্কুর "মোক্ষপথ তরে।
পিতা, মাতা, জায়া, পুত্র, আসিয়াছি ছে'ড়ে॥
অসহ্য যাতনা কত মস্তক পাতিয়া।
বহন করেছি আমি মুকতি লাগিয়া॥
আর কিরে মুগ্ধ হ'তে পারি প্রলোভনে"?
ভীষণ সঙ্কল্প এই ধরিলেন প্রাণে॥
পাপেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে তাঁর হৃদি হ'তে।
একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল সমূলেতে॥

এহেন সুধ্যানে প্রভু হইয়া মগন।
মহাধ্যানে মহাজ্ঞান করিলা অর্জ্জন* ॥

---

* ভগবান বুঝিতে পারিলেন, অবিদ্যামূলক সংস্কার, সংস্কার মূলক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মূলক নামরূপ, নামরূপ মূলক ষড়ায়তন, ষড়ায়তন মূলক স্পর্শ, স্পর্শ মূলক বেদনা, বেদনা মূলক তৃষ্ণা, তৃষ্ণা মূলক উপাদান, উপাদান মূলক ভব, ভব মূলক জাতি, জাতি মূলক জরা-মরণ-শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য ও উপায়াস জন্মিয়া থাকে। কেবল এক মহৎ দুঃখস্কন্ধের উদয়ই সমুদয়। মূলক—প্রত্যয়, হেতু, কারণ।

অবিদ্যা—মোহ, মূঢ়তা; যদ্দ্বারা অবস্তুকে বস্তু, অনিত্যকে নিত্য, অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সংস্কার—রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি আন্তরিক ভাব বা প্রবৃত্তি নিচয়ের নাম সংস্কার। ইহা ৫২ প্রকার।

বিজ্ঞান—"আমি আমি" "আমার আমার" এইরূপ অহং ভাবাপন্ন নিয়ত উৎপন্ন জ্ঞান প্রবাহের নাম বিজ্ঞান।

নামরূপ—ইন্দ্রিয়াদির বিষয়, বাহ্য বস্তু।

ষড়ায়তন—মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়।

স্পর্শ—ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ।

বেদনা—বাহ্য বস্তুর জ্ঞান, সুখ দুঃখাদির অনুভূতি।

তৃষ্ণা—বাসনা, দেহপতনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে; যাহার বলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

উপাদান—চারিভূত।

ভব—উৎপত্তি, জগৎ, সংসার, পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু চক্র।

জাতি—জন্ম, ব্যক্তিগত অস্তিত্ব।

দেখিলেন নিত্য এক, আর সমুদয়।
অসার অসার হায়, কভু নিত্য নয়॥
এই জ্ঞান লভি সেই নিত্য ধন তরে।
সর্ব্বস্ব অর্পণ কৈলা প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে॥
সেই এক ধন তাঁর হ'ল প্রাণধন।
নিজ হারা হৈলা তাহে হইয়া মগন
জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু তাহার ভিতরে।
নাহিক নাহিক সদা শান্তি বাস করে॥
দুঃখ, তৃষ্ণা, আশা তাহে কিছু নাহি আর।
কামাদি রিপুর ছয়, নাহি অধিকার॥
চির শান্তিময়, সদা সুখ বাস করে।
তার চেয়ে সুখ আর হইতে না পারে॥
সুখ শেষ সীমা তায় দুঃখের নিঃশেষ।
কেবল সুশান্তি পূর্ণ, নাহি দুঃখ ক্লেশ॥
যাবতীয় অশান্তির হইয়া নিবৃত্তি।
সত্য-জ্ঞান-প্রেমাদির এক মাত্র স্থিতি॥
বোধিদ্রুম বৃক্ষমূলে প্রভু বুদ্ধাঙ্কুরে,
জীবের দুর্গতি যত হরিবার তরে॥—
পয়ত্রিংশ বর্ষ পরে পরম রতন।
লভিলা "নির্ব্বাণ" তাঁর জীবনের ধন॥

স্বর্গ হ'তে পুষ্প বৃষ্টি এহেন সময়।
তাঁহার মস্তক'পরে বরষিত হয়॥
যেমন আনন্দে মগ্ন হৈলা দেবগণে।
কেঁদে উঠে প্রাণ মম তাহার স্মরণে॥
সর্কলেই একতান করিয়া ধারণ।
স্তব করিলেন তাঁরে দেব পুত্রগণ॥
"পাইব পাইব মুক্তি" একথা বলিয়া।
জয়! জয়! শব্দে সবে উঠিলা মাতিয়া॥
ত্রিভব-নিবাসী অহো! যত প্রাণিগণ।
সকলেই মহানন্দে হইল মগন॥
ওহে প্রভু দয়াময় বুদ্ধ ভগবান!
আমিও ওপথে যেন করিরে প্রয়াণ॥
তুমি বিনে এ জীবনে প্রয়োজন নাই।
করুণা বিতর প্রভু এ দাসের ঠাঁই॥
সুগত হইয়া নাম "সুগত" ধরিলে।
স্থান দিয়া এ দাসেরে রাখ পদতলে॥
বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ অপূর্ব্ব কথন।
দীন নব করে কিছু সংক্ষেপে বর্ণন॥

ধর্ম্ম—প্রচার।

সিদ্ধ হ'য়ে মহাপ্রভু বুদ্ধ ভগবান।
ভাবিলেন চিরশান্তি লভিয়া নির্ব্বাণ।
"অমৃত ধরম আমি করেছি উপায়।
এইরূপ ধর্ম্ম আর নাহিক কোথায় ॥
সত্যধর্ম্ম না পাইয়া যত প্রাণিগণ।
দুঃখের অনলে সদা হতেছে দহন ॥
সর্ব্বদুঃখ নির্ব্বাপক শান্তিধর্ম্ম পে'য়ে।
আর কি থাকিব আমি নির্জ্জনে বসিয়ে ?"
এ বলিয়া দয়াময় বুদ্ধ ভগবান।
বাহিরিলা জীবগণে করিবারে ত্রাণ ॥
পতিতে উদ্ধার হেতু পতিত পাবন।
আহা কি প্রশান্ত ভাবে করিলা গমন !
প্রথমতঃ সুপণ্ডিত রুদ্রক ঋষিরে।
মনে কৈলা নবধর্ম্মে দীক্ষা করিবারে ॥
কিন্তু তাঁর পরলোকে হ'য়েছে গমন।
ইহা জানি ভগবান পতিত পাবন ॥
অড়ার মুনির কথা স্মরণ করিলা।
তাঁহারো মরণ কিন্তু, জানিতে পারিলা ॥

ভগবানের মৃগদাবে গমন ।

কোণ্ডাণ্য প্রভৃতি তাঁর পূর্ব্ব শিষ্যগণ ।
জানিলেন মৃগদাবে* আছেন তখন ॥
নব ধর্ম্মে দীক্ষাতরে প্রভু ভগবান ।
তারপর মৃগদাবে করিলা প্রয়াণ ॥
"যাইতে যাইতে গঙ্গা-তীরে উপজিলা ।
অমনি সাক্ষাতে এক মাঝিরে দেখিলা ॥
বলিলা তাহারে অতি সকরুণ স্বরে ।
"অনুগ্রহ ক'রে নদী পার কর মোরে" ॥
তাহাতে বলিল মাঝি অতি তাড়াতাড়ি ।
"তরপণ্য দেন শীঘ্র দিব পার করি'" ॥
বলিলেন ভগবান তাহারে তখন ।
"অতীব গরিব আমি, নাহি কিছু ধন ॥
একটী পয়সা মাত্র নাহি মোর সনে ।
তরপণ্য দিব আমি তোমারে কেমনে" ?
বলিল নাবিক তাহা করিয়া শ্রবণ ।
"তরপণ্যে করি আমি জীবন ধারণ ॥

---

* মৃগদাবের বর্ত্তমান নাম সারনাথ। ইহা বারানসীর তিন মাইল উত্তরে।

স্ত্রীপুত্র সকল তাহে পালন যে করি।
পয়সা না পে'লে পার করিতে না পারি" ॥
এ বলিয়া সে নাবিক অস্বীকার কৈল।
শূন্যপথে ভগবান পার হ'য়ে গেল ॥
এই কাণ্ড হেরি মাঝি বিস্মিত অন্তরে।
সত্বর সংবাদ দিল নৃপ বিম্বসারে ॥
এবারতা নরপতি যখন শুনিলা।
ভিক্ষুদের ঘাটপান বন্ধ করি দিলা ॥

দীর্ঘত্রিপদী।

শূন্যপথে দয়াময়ে, সেই নদী পার হয়ে,
মৃগদাবে উপনীত হৈয়া।
প্রথমেই পূর্ব্বতন, শিষ্য তাঁর পঞ্চজন,*
লইলেন স্বধর্ম্মে দীক্ষিয়া ॥
শুনিলেন লোকে যবে, এসেছেন মৃগদাবে,
অপরূপ এক তপোধন।
অমনি সে দেশবাসী, আহা যত হল খুসী,
তাহা কিবা করিব বর্ণন ॥

---

*কোণ্ডান্ন, বাপা, ভদ্রীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ।

যথা পিপীলিকা শ্রেণী, বদ্ধ হ'য়ে শ্রেণী শ্রেণী,
গম্যস্থানে করয়ে গমন।
তথা নর নারিগণ, হইয়া উৎসুক-মন,
যান তাঁরে করিতে দর্শন ॥
দয়াময় ভগবান, তিন মাস সেই স্থান,
বাস করি' ধর্ম্ম প্রচারিলা।
সে অমৃত ধর্ম্মে আর, মোহিনী শক্তিতে তাঁর,
সকলেই মোহিত হইলা ॥
কিবা ধনী কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, মূর্খ জন,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রজাতি।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করি, দলে দলে নরনারী,
শিষ্য হন আনন্দেতে মাতি ॥
সবে করি জয় জয়, অহিংসা ধর্ম্মের জয়,
জয়ধ্বজা উত্থান করিলা।
বুদ্ধদেব-শ্রীচরণে, আসি সবে ভক্তিমনে,
মুক্তি-কথা শুনিতে লাগিলা ॥
তার পর ভগবান, বলিলা শিষ্যের স্থান,
"ওহে মম প্রিয় শিষ্যগণ!
বিভিন্ন দিকেতে এবে, মহোৎসাহসহ সবে,
প্রচারেতে করহ গমন" ॥

ইহা শুনি শিষ্যগণ, হয়ে অতি হৃষ্টমন,
মহোৎসাহে বাহির হইয়ে।
নিরমল ধর্ম্ম সবে, উচ্চারিয়া উচ্চরবে,
তুলিলেন মেদিনী কাঁপা'য়ে ॥
সানন্দে মানবগণ, হইয়া বিস্মিত মন,
মনোমত ধর্ম্ম গ্রহণিলা।
"বৌদ্ধধর্ম্ম জয়"বলি, দিয়া সবে করতালি,
জয়ধ্বজা উত্থান করিলা ॥
পশু পক্ষী বলিদান, সব জানি মিছা জ্ঞান,
মহাভয়ে করি বিসর্জ্জন।
হুহুঙ্কার রব করি, দলে দলে নরনারী,
বৌদ্ধধর্ম্ম করিলা গ্রহণ ॥
দীন নবরাজ বলে, পড়ি' বুদ্ধ-পদতলে,
ওহে প্রভু অগতির গতি!
তব শ্রীচরণ তরে, যেন সদা অকাতরে,
প্রাণ দিতে থাকে মম মতি ॥

মহাজ্ঞানী কাশ্যপাদির নবধর্ম্ম গ্রহণ

প্রকৃতির লীলাভূমি উরুবিল্ব বনে।
কাশ্যপ তাঁহার আর ভ্রাতা দুই জনে ॥

---

* ইহাঁরা পূর্ব্বে অগ্নির উপাসক ছিলেন।

ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী বহুজন শিষ্যেতে বেষ্টিয়া।
থাকিতেন মহোৎসাহে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া॥
মহা সুপণ্ডিত তাঁরা ভ্রাতা তিন জন।
সেইরূপ গুণবান বিরল তখন॥
ক্রমে ক্রমে দয়াময় বুদ্ধ ভগবান।
উপনীত হইলেন গিয়া সেই স্থান॥
সুপণ্ডিত কাশ্যপেরা তাঁহারে দেখিয়া।
অলৌকিক গুণে তাঁর রৈলা মুগ্ধ হৈয়া॥
নিরবাণ তত্ত্ব যবে প্রভু ভগবান।
মহোৎসাহে বলিলেন তাঁহাদের স্থান॥
অমনি সে সুপণ্ডিত কাশ্যপ সুজন।
বুদ্ধ-ধর্ম্ম ঢালি' দিয়া স্বীয় প্রাণমন॥
মহাসত্ত্ব সুগতের চরণে পড়িয়া।
মহানন্দে শিষ্য হৈলা স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া॥
ক্রমে তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় আর শিষ্যগণ।
হৃষ্টচিতে বৌদ্ধধর্ম্ম করিলা গ্রহণ॥

ভগবানের রাজগৃহে গমন।

অতঃপর ভগবান শিষ্যগণ সহ।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা মতে গেলা রাজগৃহ॥

নরপতি বিম্বসার এ সংবাদ পে'য়ে।
হাতে স্বর্গ পে'য়ে তথা আসিলা দৌড়িয়ে ॥
বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী।
সে নগরে যত জন করিত বসতি ॥
ভগবান বুদ্ধদেবে করিতে দর্শন।
রাজপথ ছাইয়া, ফেলিল নবজন ॥
বুদ্ধের অপূর্ব্ব ধর্ম্ম যখন শুনিলা।
নরপতি বিম্বসার মুগ্ধ হ'য়ে গেলা ॥
মহানন্দে বৌদ্ধধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ।
শান্তিরসে মহারাজ হইলা মগন ॥
একদিকে মহাজ্ঞানী কাশ্যপ সুমতি।
অন্যদিকে বিম্বসার ধার্ম্মিক নৃপতি ॥
অতীব প্রতাপশালী এই দুই জন।
বৌদ্ধধর্ম্ম লভেছেন শুনিল যখন ॥
দেশে দেশে হুলস্থূল পড়িল অমনি।
নানাদিক হ'তে আহা! পুরুষ রমণী ॥
হাজার হাজার তথা করি আগমন।
হুহুঙ্কারে বৌদ্ধধর্ম্ম করিল গ্রহণ ॥
জয় জয় ধ্বনি করি আকাশ ছাইয়া।
বৌদ্ধধর্ম্ম জয়ধ্বজা দিল উঠাইয়া ॥

সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ণের ধর্ম্মগ্রহণ

এক দিন অশ্বজিৎ ভিক্ষু দ্বারে দ্বারে।
ভিক্ষা করিছেন অতি প্রশান্ত অন্তরে॥
সুবিনীত আচরণ দেখিয়া তাঁহার।
সুপণ্ডিত দুইজন ব্রাহ্মণ কুমার॥
অতীব প্রতিভাশালী অতি বিদ্যাবান।
'উপতীষ্য," "কালিত" যে তাঁহাদের নাম॥
ধর্ম্মলাভ তরে অতি তৃষিত হইয়া।
বুদ্ধ-শিষ্য হইলেন দুইজনে গিয়া॥
উপতীষ্য "সারিপুত্র" নাম গ্রহণিলা।
কালিত"মৌদ্গাল্যায়ণ" নামে খ্যাত হৈলা॥
ভগবান এ'দুজনে শিষ্যগণ'পরে।
শ্রেষ্ঠপদ বিতরিলা প্রফুল্ল অন্তরে॥

ভগবানের কপিলবস্তুতে গমন।

বুদ্ধত্ব লভিয়া পুত্র যত প্রাণিগণে।
মুকতি দিতেছে শুনি নৃপ শুদ্ধোদনে॥
ব্যাকুল হইয়া তাঁরে করিতে দর্শন।
আনিবারে বহুলোক করিলা প্রেরণ॥
কিন্তু যত লোক আহা! গমন করিল।
বুদ্ধের অপূর্ব্ব ধর্ম্ম যখন শুনিল॥

সংসারের মায়া সব করি বিসর্জ্জন।
সকলেই ভিক্ষুবেশ করিল ধারণ॥
দেশে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের তরে।
উৎসর্গীয়া দিল সবে স্ব স্ব জীবনেরে॥
একজন দেশে আর ফিরিয়া না গেল।
পুনঃ বহুলোক নৃপ প্রেরণ করিল॥
ইহারাও বুদ্ধ-কাছে উপনীত হ'য়ে।
মোহিনী মন্ত্রেতে তাঁর মোহিত হইয়ে॥
ভিক্ষাপাত্র, চীবরাদি, করিয়া গ্রহণ।
দেশে দেশে প্রচারেতে করিল গমন॥
একদল পাঠাইয়া ধার্ম্মিক নৃপতি।
সংবাদ না পে'লে পুনঃ অতি শীঘ্রগতি॥
স্বরাজ্যে আনিতে তাঁর স্নেহের নন্দনে।
পাঠাইতে অন্যলোক রৈলা ব্যস্তমনে॥
এইরূপে নয়বারে লোক বহুজন।
পুত্রকাছে পাঠাইলা নৃপ শুদ্ধোদন॥
একজনো দেশে কিন্তু ফিরিয়া না গেল।
সকলেই ভিক্ষুবেশ ধারণ করিল॥
আহা কি আশ্চর্য্য শক্তি বুদ্ধ ভগবানে।
তাঁরে ল'য়ে যেতে যারা আসিল সেখানে॥

মোহিনী শক্তিতে সবে আবদ্ধ হইয়া।
সংসারের মায়া যত বিসর্জ্জন দিয়া॥
সার জ্ঞান করি এক সন্ন্যাস জীবন।
সকলেই ভিক্ষুবেশ করিল ধারণ॥
মহোৎসাহে দেশে দেশে করিয়া গমন।
ধর্ম্ম প্রচারিল সবে করি প্রাণপণ॥
কোনরূপ সমাচার না পে'য়ে নৃপতি।
ভাবিতে ভাবিতে হায়, ব্যস্ত হয়ে অতি॥
বুদ্ধের যে বাল্যসখা কাল উদায়িনে।
অবশেষে ডাকাইয়া আপনার স্থানে॥
চক্ষুজলে ভাসাইয়া স্বীয় চন্দ্রানন।
বলিতে লাগিলা তার দুঃখের কথন॥
"বৃদ্ধকাল উপস্থিত এখন আমার।
কোন্ দিন মরে যাই ঠিক নাহি তার॥
এসময়ে একবার স্নেহের নন্দনে।
চাহিবার আশা অতি করেছিনু মনে॥
কিন্তু যত লোক হায়, পুত্র-কাছে গেল।
একজনো গৃহে আর ফিরিয়া না এল॥
কিংবা কোন [illegible]দ, না দিল কোন জনে।
আর কত দুঃ[illegible] সহ্য হয় প্রাণে?

তুমি মম শেষাশ্রয়, যাও দয়া ক'রে।
আমার প্রাণের পুত্রে আনহ সত্বরে ॥
বলিও "তোমার পিতা মরণের কালে।
তব মুখ হেরিবারে আছে শোকাকুলে ॥"
কাল উদায়িন অতি বলবান ছিল।
অমনি সদর্পে অতি কহিতে লাগিল।
"খুসিয়ে না পারি যদি আনিতে তাঁহারে।
কোলে করি লয়ে আমি আনিব সজোরে ॥"
কাল উদায়িন হেন গরব করিয়া।
বুদ্ধের গোচরে ত্বরা গেলরে চলিয়া ॥
তাঁহার নিকটে গিয়া উপজে যখন।
অলৌকিক মূর্ত্তি তাঁর করিয়া দর্শন ॥
সে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম আর শুনি হৃষ্টমনে।
মোহিত হইয়া গেল কাল উদায়িনে ॥
সংসারের মায়া সব হ'য়ে বিস্মরণ।
তথায় ভিক্ষুর বেশ করিল ধারণ ॥
পাঠক! দেখুন ভেবে সরল অন্তরে।
বুদ্ধ-ধর্ম্মে কিবা শান্তি বিরাজিত করে!
এইরূপে ভগবান দুই মাস পরে।
উপনীত হইলেন পিতার গোচরে ॥

অপূর্ব্ব ধরম তাঁর করিয়া শ্রবণ।
সকলে নূতন ধর্ম্ম করিল গ্রহণ॥

গৌতমীর গর্ভজাত নন্দের
সন্ন্যাস গ্রহণ।

বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন ভাবিলেন মনে।
"নন্দেরে বসা'ব এবে রাজ-সিংহাসনে॥
পরিণয় পাশে আর করিয়া বন্ধন।
নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিব এখন॥"
ইহা স্থিরি শুদ্ধোদন ধার্ম্মিক নৃপতি।
আয়োজন কৈলা সব অতি শীঘ্রগতি॥
রাজ্য অভিষেক আর নন্দ-পরিণয়।
পরদিন সকলেই করিল নির্ণয়॥
এমন সুখের দিনে বুদ্ধ ভগবান।
নন্দ সহ সাক্ষাৎ হ'তে করিলা প্রস্থান॥
উপনীত হয়ে তথা আনন্দিত মনে।
কি আশ্চর্য্য অলৌকিক গুণ আকর্ষণে॥
মোহিনী মন্ত্রেতে কিবা মোহিত করিয়ে।
নন্দের অন্তর আহা! ফেলিলা ফিরা'য়ে॥
বুদ্ধের বিহার স্থান ন্যগ্রোধ বনেতে।
গমন করিল তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে॥

রাজ্য পরিণয়-সুখ হ'য়ে বিস্মরণ।
ভিক্ষুর জীবন নন্দ করিল গ্রহণ॥
রাজঘরে হাহাকার শব্দ পড়ে গেল।
হেন সুখদিনে আহা, বিষাদ পশিল॥
কত আশা করেছিল সুপাত্রী সুন্দরী।
রাজরাণী হয়ে র'ত মহাসুখ করি॥
কিন্তু হায়, সেই সুখ জনমের মত।
ভোগ না করিতে শীঘ্র হ'য়ে গেল গত॥
রাজ পরিজন বর্গ সুপাত্রী সুন্দরী।
ফিরা'তে নন্দের মন কত যত্ন করি॥
কতই উপায় সবে করিল ধারণ।
ফিরা'তে নারিল কিন্তু নন্দের সে মন॥
অনন্তকালের সুখ কি পদার্থ হয়।
আভা মাত্র তায় যেবা দর্শন করয়॥
ভবের পঙ্কিল সুখে আহা সেইজন।
পারে কি থাকিতে আর হইয়া মগন?
ওহে মম প্রাণ ধন বুদ্ধ ভগবান:
হেন পথে কবে আমি করিব প্রয়াণ?

রাহুলের শ্রমণত্বলাভ।

একদিন ভগবান শিষ্যগণ সহ।
আহার করিতে গেলা স্বীয় পিতৃগৃহ॥
গোপাদেবী বহুমূল্য নানা আভরণে।
সাজাইয়া রাহুলেরে অতি সযতনে॥
বলিলেন "তব পিতৃ কাছে উপজিয়া।
পিতৃধন চাও বৎস! এখন যাইয়া॥
সপ্তম বর্ষের সেই রাহুল তখন।
পরিচয় নাহি জানে পিতা কোন জন॥
কিরূপে চিনিবে পিতা, জন্মমাত্র তাঁর।
গিয়েছিলা ভগবান ত্যজিয়া সংসার॥
রাহুল বলিল তাহে সুকোমল বাণী।
"মম পিতা কেবা মাতঃ! আমি ত না চিনি॥"
গোপাদেবী গবাক্ষের দ্বারেতে লইয়া।
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি দিলা দেখাইয়া॥
"অলৌকিক গুণপূর্ণ উজ্জ্বল মূরতি।
ওই যে সন্ন্যাসী আহা, সুপ্রশান্ত অতি॥
দেখিতেছ ওরে বাছা! উনি তব পিতা।
তাঁর কাছে বল গিয়া এই যে বারতা॥

'শাক্যবংশে নেতা আমি হইবারে চাই।
পিতৃধন দেন পিতঃ, এই পুত্র ঠাঁই ॥' "
সুশীল বালক ইহা শিখি' ভাল করি।
পৈতৃক ধনের তরে হইল ভিখারী ॥
বলিল উপজি, "পিতঃ! দেখি আপনারে।
মগন হ'য়েছি আমি আনন্দ সাগরে ॥"
ভগবান এর কিছু উত্তর না দিয়া।
ন্যগ্রোধ কানন দি'কে গেলেন চলিয়া ॥
রাহুলও গিয়া তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে!
লাগিল পৈতৃক ধন প্রার্থনা করিতে ॥
শিষ্যগণ এর কোন উত্তর না দিলা।
দয়াময় ভগবান ভাবিতে লাগিলা ॥
"এই যে ক্ষণিক আহা! পৃথিবীর ধন।
অতিশয় তুচ্ছ ইহা, দুঃখের কারণ ॥
নিরীহ বালক তাহা কিছু না চিনিয়া।
মম কাছে সেইধন চাহিছে আসিয়া ॥
কিন্তু বোধিদ্রুম মূলে যে সপ্ত রতন।
পাইয়াছি, আমি এরে দিব সেই ধন ॥
মম আধ্যাত্মিক ধনে উত্তরাধিকারী।
যাইব যাইব এই বালকেরে করি ॥"

সারিপুত্রে বলিলেন সুগত তখন।
"এ বালকে সহচর করহ এখন॥"
নিরীহ বালক তার কিছু নাহি জানে।
মাতৃবাক্যে আসিয়াছে ধনের কারণে॥
সপ্তম বর্ষের সেই শিশুরে ধরিয়া।
রাজ পরিচ্ছদ যত দূরে ফেলি' দিয়া॥
মণিমুক্তা গাত্র হ'তে করি উন্মোচন।
পায়ের পাদুকা দূরে করিলা ক্ষেপণ॥
মস্তক মুণ্ডিত আর অমনি করিয়া।
হরিদ্রা কাষায় বস্ত্র দিলা পরাইয়া॥
এইরূপে রাহুলেরে করিয়া শ্রমণ।
ভগবান বিতরিলা অমূল্য রতন॥
আড়াই হাজার বর্ষ অতীত হইল।
এখনও কিছু তার ক্ষয় না পাইল॥
কোন কালে ক্ষয় তাহা হইবার নয়।
আহা! কি অক্ষয় ধন দিলা দয়াময়॥
বিষয় প্রমত্ত পিতা আপন নন্দনে।
লক্ষপতি দেখিলেই মহাসুখ জ্ঞানে॥
কিন্তু ধর্ম্মশীল পিতা আপন নন্দন।
সুশীল সুবোধ হেরি মহাসুখী হন॥

সংসারের এ অনিত্য হ'তে ধন মান।
অই নিত্যধন কিরে, নহে মূল্যবান ?
কিন্তু হায় এ পঙ্কিল অনিত্য ভুবন।
এ হেন গুণের পিতা আছে কয়জন ?
ধর্ম্ম পর উপকার সাধনের তরে।
সাজান সন্ন্যাস বেশে আপন কুমারে ॥
অবশ্য এমন লোক যাঁরা এ ভুবনে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করি তাঁদের চরণে ॥

অনাথ পিণ্ডদ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

যবে প্রভু ভগবানে, রাজগৃহবেণুবনে,
উপজিলা লয়ে শিষ্যচয়।
সুদত্ত বলিয়া নাম, অতিশয় ধনবান,
একজন বণিক তনয় ॥
প্রভুপদ হেরিবারে, অতীব অনন্দ ভরে,
স্বীয় বাস শ্রাবস্তি হইতে।
উপজিল্লা এই বনে, অত্যন্ত বিস্মিত মনে,
ও চরণ লাগিলা হেরিতে ॥

অপূর্ব্ব মূরতি তাঁর, নিরখিয়া বার বার,
আর সেই ধরম শুনিয়া।
সে ধর্ম্ম গ্রহণ করি, হাতে স্বর্গলাভ হেরি,
শান্তিরসে রহিলা ডুবিয়া॥
সুদত্ত ধর্ম্মাত্মা অতি, ধর্ম্মে সদা তাঁর মতি,
অনাথেরে পিণ্ড করি দান।
"অনাথ পিণ্ডদ" নামে, সুবিখ্যাত ত্রিভুবনে,
রয়েছেন নিত্য বর্ত্তমান॥
সে বরমা দয়াময়, থাকি অই ধর্ম্মালয়,
উদ্ধার করিলা বহুজন।
অনাথ পিণ্ডদ পরে, শ্রাবস্তি নগর তরে,
ভগবানে কৈলা নিমন্ত্রণ॥
তাহে প্রভু দয়াময়, হয়ে প্রফুল্ল হৃদয়,
ভক্ত বাক্য করিলা গ্রহণ।
অনাথ পিণ্ডদ অতি, মহা আনন্দেতে মাতি,
স্বীয় দেশে করিলা গমন॥
সুন্দরী প্রকৃতি দেবী, শ্রাবস্তি নগর সেবি,
নিরন্তর বিরাজ করিত।
ঐরাবতী নদী তাহে, অতি ধীরি ধীরি বহে,
সে রাজ্যের পাদ প্রক্ষালিত॥

এ হেন সুরম্য স্থানে, ছিল জেতবন নামে,
রমণীয় একটী উদ্যান।
আহা কিবা মনোহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
(ত্রিভবের প্রসিদ্ধ বাগান ॥)
এমন সুবাগানেতে, অতিশয় হৃষ্টচিতে,
অনাথ পিণ্ডদ ভক্তি মনে।
বহু অর্থ করি ব্যয়, নিরমিলা ধর্ম্মালয়,
বিতরিতে বুদ্ধ ভগবানে ॥

যবে প্রভু দয়াময়, সঙ্গে লয়ে শিষ্যচয়,
শ্রাবস্তি নগরে উপজিল।
মহা সমারোহ সহ, সেই রম্য ধর্ম্মগৃহ,
উৎসর্গের ক্রিয়ারম্ভ হৈল ॥
অপ্সর কিন্নর শ্রেণী, আসি তায় শ্রেণী শ্রেণী,
নরনারী আদি দেবগণ।
বুদ্ধের বিহার স্থান, হয়ে অতি যত্নবান,
সাজাইল নয়ন রঞ্জন ॥
এ হেন উৎসাহ সহ, আহা সেই ধর্ম্মগৃহ,
নয়মাসে উৎসর্গিত হৈল।
অগণন অর্থ ব্যয়, সংখ্যা•নারে নর চয়,
অনাথ পিণ্ডদ যত কৈল ॥

পয়ার।

ভগবান বুদ্ধদেব এই জেত বনে।
চিরমুক্ত করেছেন কত প্রাণিগণে॥
এ বিহার ছিল তাঁর প্রিয়ভূমি অতি।
চারিবার বর্ষাকাল করেন বসতি॥
এখানেই রাহুলেরে আপন নন্দন।
বিংশ বর্ষে ভিক্ষু পদে করেন গ্রহণ॥
ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম প্রভু ভগবানে।
প্রকাশিয়া শিষ্যগণে বলেন এখানে॥
দেবতা, মনুষ্য, নাগ, অপ্সর কিন্নর।
গন্ধর্ব্বাদি যত জাতি ত্রিভব ভিতর॥
অমৃত ধরম সেই করিয়া শ্রবণ।
জয়রবে কাঁপায়েছে এই ত্রিভুবন॥
যবে প্রভু এ বিহারে করেন বসতি।
অনাথ পিণ্ডদ শ্রেষ্ঠি মহাহ্লাদে মাতি॥
শত শত সন্ন্যাসীর আহার যোগা'য়ে।
বাস করিতেন সদা প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
নিরমল বৌদ্ধ ধর্ম্ম-উন্নতির তরে।
সর্ব্বস্ব বিতরি তিনি দেন অকাতরে।

কিছু মাত্র আপনারি তরে না রাখিয়া।
বৌদ্ধ ধর্ম্মহেতু সব দিলা বিতরিয়া॥
প্রভাতে, মধ্যাহ্নে আর অপরাহ্ণ কালে।
ধর্ম্ম সাধনের তরে যেতেন সে স্থলে॥
বাণিজ্যেতে তত আর নাহি ছিল মন।
ধর্ম্মলাভে ছিল সদা আকুল জীবন॥
যখনই যাইতেন ধর্ম্মের আগার।
তখনই বহুমূল্য লয়ে উপহার॥
যতেক সন্ন্যাসিগণে করি বিতরণ।
আনন্দ সাগরে অতি হ'তেন মগন॥
প্রতিদিন পঞ্চশত সন্ন্যাসী সুজনে।
আহার দিতেন তিনি হরষিত মনে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

একদিকে মহাদান, আরম্ভিলা মতিমান,
অনাথ পিণ্ডদ হৃষ্ট হয়ে।
বণিকেরা অন্যদিকে, বহু অর্থ তাঁর থেকে,
ধার করি না দিল ফিরা'য়ে॥
মাটীতে প্রোথিত তাঁর, অগণন ধন আর,
নদীভঙ্গে জলসাৎ হইল।

ধন মাল অনাগমে, অনাথ পিণ্ডদ ক্রমে,
ধনহীন হইতে লাগিল ॥
আত্মীয় স্বজনগণ, বলে আসি এ বচন,
'উদার হস্ত খর্ব্ব করিবারে।'
কিন্তু সে বিষয় শুনি, একই কথায় তিনি,
অবাক্ করিতা সবাকারে ॥
বলিতেন "যেই ধর্ম্ম, শান্তি বিনয়াদি পূর্ণ,
সুবিখ্যাত যাহা ত্রিভুবনে।
যে ধরম সুনিশ্চয়, সুফল অমৃতময়,
নিত্যই বিতরে ভক্তজনে ॥
যেই ধর্ম্ম সুপালনে, নরনারী দেবগণে,
যক্ষ নাগ অপ্সরাদি জাতি।
চিরশান্তি নিরবাণ, লভি' হয়ে মুক্ত প্রাণ,
মহাসুখে করয়ে বসতি ॥
পূর্ব্ব সুকর্ম্মের ফলে, যেই ধর্ম্ম এ ভূতলে,
পেয়ে আমি হয়ে হৃষ্ট মন।
গ্রহণ করিয়া তাহা, পরাণ জুড়াবে আহা,
হইয়াছি আনন্দে মগন ॥
সে ধর্ম্ম-উন্নতি তরে, সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে,
যদি আমি আহার লাগিয়া।

সর্ব্বক্ষণ ভিক্ষা করি, আরো জীর্ণ বস্ত্র পরি,
দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ॥
অনিত্য শরীর মম, যদি দেই বিসর্জ্জন,
সে ধর্ম্মের উন্নতির তরে।
কিবা তাহে ক্ষতি মম, বল ওহে প্রিয়গণ,
ভেবে চাও সরল অন্তরে ॥
এই যে সম্পত্তি ছার, এঅনিত্য দেহ আর,
ক্ষয় হলে যদি এ ধরায়।
এ নির্ম্মল ধর্ম্ম অতি, করে সদা নিবসতি,
কেনরে কুণ্ঠিত হব তায় ?
এ পবিত্র ধর্ম্মে মম, মজিয়াছে প্রাণ মন,
অতএব বলি সবাকারে।
কেহ মোরে অন্য বার, চেষ্টা না করিও আর,
ইহা হ'তে নিবারণ তরে ॥"
এইরূপে সমুদয়, ধর্ম্ম তরে করি ব্যয়,
অনাথ পিণ্ডদ মহাজন।
হইলা দরিদ্র প্রায়, কিন্তু কেহ সাধুতায়,
ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কখন ॥
অগণন ধন রাশি, তাঁর গৃহে রাশি রাশি,
পুনরায় লাগিল সঞ্চিতে।

যথা ধর্ম্ম তথা জয়, শাস্ত্রে এবচন কয়,
তাহে কেহ পারে কি খণ্ডাতে ?
কিন্তু হায় বহুজন, ফুরাইবে বলি ধন,
দান ধর্ম্ম করিতে না চায়।
তাঁদেরে মিনতি করি, এ সব হৃদয়ে ধরি,
মনোযোগ যেন দেন তায় ॥

কপিলবস্তুর শেষাবস্থা ও ভিক্ষুণীদল সংস্থাপন।

(পয়ার)

একে একে শাক্যবংশী রাজপুত্রগণ।
সকলেই ভিক্ষুবেশ করিল ধারণ ॥
অনন্ত কালের সুখ হেরি সর্ব্বজনে।
ধরম সাধনে রত হৈল প্রাণপণে ॥
শুদ্ধোদন নৃপতির হইল মরণ।
শূন্য হ'য়ে পড়ে র'ল রাজ সিংহাসন ॥
দুগ্ধপোষ্য শিশু আর স্বামীহীনা নারী।
কেবল রহিল মাত্র সেই রাজ পুরী ॥
শোকেতে মগন এরা হয়ে সবজন।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিল সে করিতে ক্রন্দন ॥
যেই গৃহে কত সুখে বসতি করিত।
সে কথা উঠিলে মনে হয় মূর্চ্ছাগত ॥

গৃহ মধ্যে কেহ আর নারয়ে পশিতে।
আছাড় খাইয়া পড়ে গেল প্রবেশিতে॥
হস্তিশালে হস্তী আর অশ্ব অশ্ব-ঘরে।
পড়ি র'ল লোক নাই ব্যবহার তরে॥
বিপুল বিলাস দ্রব্য র'ল সারি সারি।
ভোগিবারে লোক আর নাহি রাজপুরী॥
সুশীলা রমণিগণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
বলিলেন সকলেই পতি উদ্দেশিয়া॥
"মোদের সুখের হেতু ছিলেন যাঁহারা।
ভিখারীর সাজে যদি সাজিলেন তাঁরা॥
সন্ন্যাসী হইয়া যদি প্রাণপতিগণ।
মহাসুখে করিছেন ধরম সাধন॥
তবে কেন মোরা আর থাকিরে এখানে?
চল চল যাই সবে সন্ন্যাস গ্রহণে॥
আমারাও সন্ন্যাসিনী বেশেতে সাজিয়া।
প্রাণপণে ধর্ম্ম সবে থাকিব সাধিয়া॥
এ বলি' অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী নিকর।
চলিলা যোগিনী বেশে বুদ্ধের গোচর॥
উপনীত হয়ে যথা পতিতপাবন।
সাজিলা সন্ন্যাসবেশে যত নারিগণ॥

সকলেই সন্ন্যাসিনী প্রাণ সার করি।
রত হৈলা ধর্ম্মলাভে দিবা বিভাবরী॥
"ভিক্ষুণী" বলিয়া এঁরা বিখ্যাত হইলা।
এদলের নেত্রীপদ গোপায় লভিলা॥
আহা প্রভু দয়াময় বুদ্ধ ভগবান।
নর নারী অধিকার করিলা সমান॥
কিন্তু কেন আধুনিক হোক বহু ন।
অই সব কথা হায়! না করে স্মরণ?

মহারাজ বিম্বসার পত্নীরাজ্ঞী ক্ষেমার
সন্ন্যাস গ্রহণে দেশের অবস্থা
ও
সন্ন্যাস জীবনের নির্ম্মল সুখ।

পুনরায় ভগবান পতিত পাবন।
মহোৎসাহে রাজগৃহে উপনীত হন॥
বিম্বসার মহারাজ্ঞী ক্ষেমা সুরমণী।
অনন্ত কালের সুখ বুদ্ধ-মুখে শুনি॥
অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁর করি বিসর্জ্জন।
সার করিলেন আহা! ভিক্ষুণী জীবন॥
এব্যাপারে রাজ্য মধ্যে মহা রোল পৈল।
কুলবধুগণ যত কহিতে লাগিল॥

"নবীন সন্ন্যাসী কেবা আসি একজন।
সন্ন্যাসিনী করিতেছে যত নারিগণ ॥
নবীনা গৃহিণীদের স্বীয় স্বীয় পতি।
এহেন যে সাবধানে করিল বসতি ॥
ভিক্ষুদের উপদেশে রমণী নিচয়ে।
চলিয়া না যায় যেন বৈরাগিনী হয়ে ॥
এমন কি হেন কালে প্রতি ঘরে ঘরে।
মহাহুল স্থূল পৈল এই কাণ্ড তরে ॥
সংসারের মায়াজাল করিয়া ছেদন।
কত নর নারী কৈল সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
ভগবান স্থগতের উপদেশ মাঝে।
এমনই মোহিনী যে শকতি বিরাজে ॥
বারেক নির্ব্বাণতত্ত্ব করিলে শ্রবণ।
গৃহে কি থাকিতে আর পারিত সে জন ?
সংসারের মায়া মোহ হ'য়ে বিস্মরণ।
সানন্দে সন্ন্যাসবেশ করিত ধারণ ॥
ওহে মম প্রাণধন বুদ্ধ ভগবান !
আমিও ওপথে যেন করিরে প্রয়াণ ॥
কি শান্তি বিরাজে আহা ভিক্ষুর জীবনে।
তুলনায় স্থান তার নাহি ত্রিভুবনে ॥

এহেন সুখের পথ করি দরশন।
যেন সদা নাহি থাকি বিষয়ে মগন॥
বিষয়ের বিষময় বিষম দহনে।
যেন সদা নাহি দহে মম এ জীবনে॥
সম্যক সঙ্কল্পে প্রভু, আদিষ্ট তোমার।
লভিতে যে কোন কালে ভিক্ষু-ধর্ম্ম সার॥
যখন করিয়া আহা! মস্তক মুণ্ডন।
কাষায় বসন দেহে করয়ে পৈরণ॥
জলের ছাকনী আর ভিক্ষাপাত্র লয়।
কেমন সুন্দর দৃশ্য হয় সে সময়!
গমন সময়ে পুনঃ পরিমণ্ডল করে।
অবনত বদনেতে অতি ধীরে ধীরে॥
পদতলে পড়ি' প্রাণী মরিবে বলিয়া।
গমন করয়ে সদা পথ নিরখিয়া॥
অহো! সে অপূর্ব্ব দৃশ্য করিলে দর্শন!
ভক্তিরসে নিমগন নহে কার মন?
আরো আহা দ্বারে দ্বারে করিয়া গমন।
প্রশান্ত অন্তরে ভিক্ষা করি' আহরণ॥
আপনার উদরেরে সান্ত্বনা করিয়া।
অতিশয় হৃষ্টচিতে বিহারে বসিয়া॥

অথবা পরণশালে কিংবা কুঞ্জবনে।
বৃক্ষের তলায় কিম্বা গহন কাননে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া সদা হয়ে একমন।
ভাবনা করয়ে তব ও রাঙ্গা চরণ॥
নাহি জানি কিবা সুখ হয় সে সময়।
সে সুখ বর্ণিতে অহো! কারো সাধ্য নয়!
আবার যখন ভিক্ষু দেশ দেশান্তরে।
বাহির হইয়া ধর্ম্ম প্রচারের তরে॥
মহোৎসাহে করে তব ধরম কীর্ত্তন।
কত না আনন্দে মগ্ন হয় তাঁর মন॥
অতএব ভগবন! এ মম মিনতি।
যেন রে ঐ বেশ যত ধরি শীঘ্রগতি॥
ওহে মম প্রাণাধিক প্রিয় ভিক্ষুগণ!
আশীষ করুন দাসে হ'য়ে একমন॥
আমিও সে পথে যেন করিয়া গমন।
পারি সেই শান্তিলাভে কাটিতে জীবন॥
কতই বিপদ হায়! সাংসারিক গণে।
জানে সে, যে জন দহে বিষয়-দহনে॥
কত না চিন্তিত আহা! বিষয়ি-নিচয়।
ভিক্ষুগণ! সেই চিন্তা করেছেন জয়!

স্ত্রী পুত্র বিহীন, সদা মুক্ত প্রাণ মন।
স্বাধীন অন্তর! নাহি চিন্তার কারণ॥
ইচ্ছামত যথা তথা গমন সবার।
রোধিতে সে গতি অহো! সাধ্য নহে কার॥
ধর্ম্মেতে জীবন ক্ষয়, ধর্ম্মে প্রাণ মন।
আহা কি শান্তিতে বাস সদা সর্ব্বক্ষণ!
ভিক্ষুগণ! হেন দিন মম যেন হয়!
আশীষ করুন এই, হইয়া সদয়॥

পাপীর দুঃখের কাহিনী।

বাজার স্বরূপ যারা এ মর্ত্ত্য ভুবনে।
চিরকাল র'বে বলি ভাবে মনে মনে॥
ধন ধান্য স্ত্রী পুত্রের অনিত্য মায়ায়।
মোহিত, সর্ব্বদা আরো দাস দাসী চায়॥
যাহারাই এই সবে হইয়া মগন।
বাস করে বুদ্ধ-ধর্ম্ম করিয়া বর্জ্জন॥
যবে মৃত্যু তাহাদের উপনীত হয়।
অই সব স্বপ্ন মত দর্শন করয়॥
কেহই তাদের ত্রাতা মৃত্যুকালে নয়।
তখনি কাঁপর হ'য়ে চিন্তারত হয়॥

যবে প্রাণ উপনীত হয় বহির্দ্বারে।
সুখ স্থান জম্বুদ্বীপ দুঃখময় হেরে ॥
হায় রে! এমন কালে যত পাপীচয়।
পরাণ যা'বার পূর্ব্বে কাঁপিয়া উঠয় ॥
বাহির হইলে প্রাণ করে দরশন।
বৈতরিণী নামে নদী অত্যন্ত ভীষণ ॥
অতীব বিস্তৃত তাহা পূঁজরক্তময়।
তার দুই কূলে বড় বৃক্ষ সমুদয় ॥
ধঁ: ধাঁ করি জ্বলিতেছে একাকার ধরে।
তাহা দেখি অই পাপী ধড় ফড় করে!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হয় ব্যাকুল হৃদয়।
যমের কিঙ্কর আসি এ হেন সময় ॥
তথা হ'তে কালপাশে করিয়া বন্ধন।
গম্য স্থানে ল'য়ে তারে করয়ে গমন!
যেই পথ দিয়া যায় হেন বোধ হয়।
অতি তীক্ষ্ণ ক্ষুর সব পড়িয়া আছয় ॥
সেই পথ দিয়া পাপী হাটি হাটি যায়।
পদ আদি খণ্ড খণ্ড হয় কাটি' তায় ॥
অমনি "মা বাপ" ব'লি উঠেরে কাঁদিয়া!
মা-বাপ কি পাবে তথা লৈতে উদ্ধারিয়া?

জ্বালার উপর জ্বালা পুনঃ হেনকালে।
একপদ দিয়া যবে অন্য পদ তুলে॥
অমনি সে বহুতর কাক কুক্কুরাদি।
শকুন শকুনী আর হয়ে তার বাদী॥
সেই ক্ষত পদ তার ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া।
খাইতে আরম্ভ করে সকলে বেড়িয়া॥
সে কালে নারকী হায়! যত কষ্ট পায়।
তাহা ত বলিয়া শেষ করা নাহি যায়!
সেই পথ হ'তে তারে উত্তীর্ণ করিয়া।
পুনরায় ল'য়ে যায় হেন পথ দিয়া॥
ষোড়শ অঙ্গুলি লম্বা কাঁটা তীক্ষ্ণ অতি।
পঞ্চশত পঞ্চশত তার পদ প্রতি॥
বিদ্ধ হয়ে সেই স্থলে প্রবেশিতে রয়।
হায় হায় বলি পাপী ক্রন্দন করয়!
পশ্চাতে কি হবে আর একথা ভাবিয়া।
অতীব সজোরে বলে মাথা আছাড়িয়া॥
"হায়! আমি সংসারেতে লভিয়া জনম।
বিষয় পাপেতে সদা হইয়া মগন॥
কেন কেন বুদ্ধ-ধর্ম্ম করি পরিহার।
এ দুর্গতি কুড়ায়েছি স্বহস্তে আমার!

পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রেরে পালিবার তরে।
কেনই কুপথে গিয়া ধর্ম্মপথ ছে'ড়ে॥
হায়রে হায়রে আমি টাকা পৈসা আনি!
পালিয়াছি পিতা মাতা নিজের রমণী॥
এবেত ঐ সব পাপ বিভাগ করিয়া।
নাহি নিল পিতা মাতা পুত্র নিজ জায়া!"
ইহার উত্তরে বলে যমদূতগণ।
"দেখ তুমি ভূভাগেতে লভিয়া জনম॥
কোন জন তথাগতে* আহা কোন স্থান।
পিণ্ডপাত্র কর নাই কথনো প্রদান॥
দান কর নাই তুমি কোথাও কথন।
দান দৃষ্টে সাহায্যেও, দেও নাহি মন॥
কোনও প্রদেশে তুমি থাকিয়া সংসারে।
যাও নাই স্তূপসজ্ঘ প্রদক্ষিণ তরে॥"
পাপী বলে 'কভু আমি ভূভাগেতে যাই'।
হিতকারী মিত্রসঙ্গ লাভ করি নাই॥
চিরদিন পাপীরই সঙ্গেতে থাকিয়া।
মানুষ জনম আমি ফে'লেছি কাটা'য়ে॥

কাজেইত বুদ্ধ-ধর্ম্ম হইয়া বর্জ্জিত।
হইয়াছি অশ্রদ্ধেয় আর পাপরত॥
ইহার উত্তরে বলে যমদূতগণ।
"সে সব কুকর্ম্ম ফল ভোগহ এখন॥
কে বলেছে পাপকাজ করিতে তোমারে।
কেন বুদ্ধ-ধর্ম্ম তুমি ছিলে ত্যাগ করে?"
পরস্পর এই কথা বলিয়া বলিয়া।
স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে নেয় তাহারে ধরিয়া॥
অনন্তর হায় সেই যমদূতগণ।
স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া উপজে যখন॥
কালসূত্র নামে এক মহা নরকেতে।
অমনি সে ঐ পাপীরে ফেলে সজোরেতে॥
তাহাতে ফেলিয়া আহা তদীয় শরীরে।
এক এক শতশক্তি অস্ত্র বিদ্ধ করে॥
তাহাতেও অই পাপী মরিয়া না যায়।
দ্বিতীয়তঃ, শতশক্তি অস্ত্র বিঁধে তায়॥
দারুণ পরাণ তবু না যায় ছাড়িয়া।
পুনরায় ঐ পাপীর শরীর ভেদিয়া॥
তৃতীয়তঃ শতশক্তি অস্ত্র বিঁধে তায়।
তথাপি নারকী যদি মরিয়া না যায়॥

অগ্নির হ্রদেতে তারে দেয় ফেলাইয়া !
তথাচ না মৈলে পুনঃ তাহারে ধরিয়া ॥
তপ্ত লৌহ শলাকাতে বিঁধয়ে অচিরে।
সমস্ত শরীর দগ্ধ তাহাতেই করে ॥
প্রথমেই অতিশয় প্রিয় দন্ত গুলি।
বিশীর্ণ করিয়া তার দূরে দেয় ফেলি ॥
তালুভাগে ছিদ্র করে তখনি আবার।
অধিক কি, কিবা তালু কিবা কণ্ঠ আর ॥
কি হৃদয় সমস্তই শরীর তাহার।
ইক্ষুযন্ত্রে মর্দ্দিত সে ইক্ষুর প্রকার ॥
সেই তপ্ত লৌহযন্ত্রে মর্দ্দন করিয়া।
সমস্ত শরীর তার ফেলে পোড়াইয়া ॥
যতেক যন্ত্রণা পায় ঐ পাপী তখন।
ভাষায় নাহিক শব্দ করিতে বর্ণন ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাপী বলে "মম এবে।
এই পরলোকে কেহ ত্রাণকর্ত্তা হবে* ?"
এসব যন্ত্রণা সেই সহিতে নারিয়া।
পুনঃ পুনঃ যমদূতে মিনতি করিয়া ॥

---

* বৌদ্ধশাস্ত্র কারণ্ডব্যূহ মহাযান সূত্র-রত্ন-রাজ দৃষ্টব্য।

বলয়ে "মানবকুলে লভিয়া জনম।
আর না করিব আমি কুকর্ম্ম কখন॥
মায়া মোহে মুগ্ধ আর কভু না হইব।
প্রাণপণে বুদ্ধ-ধর্ম্ম পালন করিব॥
অতএব মম প্রতি সদয় হইয়া।
এসব যন্ত্রণা হ'তে লও উদ্ধারিয়া॥"
ইহার উত্তরে বলে যমদূতগণ।
"কেন তুমি পাপকর্ম্ম করেছ তখন॥
যে সব করেছ পূর্ব্বে সংসারে থাকিয়া।
কেন বল তাহা হ'তে লৈতে উদ্ধারিয়া?
পাপকর্ম্ম করিবারে লভিয়া জনম।
বলিয়া ছিলাম কিরে আমরা তখন?
মোদের শকতি নাই করিতে উদ্ধার।
করেছিলে ধর্ম্ম পথ কেন পরিহার?
বলিলে যে ভবে পুনঃ লভিলে জনম।
প্রাণপণে বুদ্ধ-ধর্ম্ম করিবে পালন॥
এইত উত্তম কথা এতেই মুকতি।
মোদের করিতে মুক্ত আছে কি শকতি?
পূর্ব্বে যদি সেই ধর্ম্ম করিতে পালন।
এঘোর যাতনা কিরে ভোগিতে এখন?

অতএব ওহে মম প্রিয় গৃহিগণ !
প্রাণপণে পঞ্চশীল করহ পালন ॥
নতুবা যখন হায় ! প্রাণত্যাগ হবে।
ঐ দারুণ কষ্ট কিরে সহিতে পারিবে ?
কিবা ধনী কি নির্ধন মৃত্যু অন্তে আর।
রবেনা রবেনা আহা প্রভেদ তাহার ॥
ওহে ধনি ! তুমি বটে ভাবিতেছ মনে।
মোহিত হইয়া তব এ অনিত্য ধনে ॥
কত সুখে কাল আহা করিছ কর্ত্তন।
তোমার বশেতে আছে কত শত জন ॥
সদা আর দাস দাসী চাকর বেষ্টিয়ে।
রহিয়াছে আপনার গরিমা দেখায়ে ॥
মজিয়া অনিত্য ধনে ভুলি নিত্য ধন।
কেমন বিচার বাস কর অনুক্ষণ ॥
এরূপে কি চিরদিন যাইবে তোমার ?
মৃত্যু অন্তে কি হইবে ভাব একবার ॥
চিরদিন এসংসারে কেহনা রহিবে।
এক দিন সমুদয় ত্যজিতে হইবে ॥
শরীর পর্য্যন্ত নহে প্রিয় আপনার।
যাহার কারণে এত যত্ন সবাকার ॥

অতএব ওহে ধনি ! ভাবি দেখ মনে।
এরূপে তোমার গতি কি হবে চরমে ?
মরণ আসিয়া যবে উপনীত হবে।
এই ধন জনে আর রাখিতে নারিবে ॥
তব সেই ধন আর দাস দাসিগণ।
যাবেনা যাবেনা কেহ সঙ্গেতে তখন ॥
পিতা মাতা জায়া পুত্র এসব তোমার।
তখন হবেনা কেহ জেন আপনার ॥
তখন একাই মাত্র করিয়া গমন।
বর্ণিত নরকে তব হইবে পতন ॥
ঐ দারুণ কষ্ট যবে সহিতে হইবে।
সজোরে ধর্ম্মের তরে কাঁদিয়া উঠিবে ॥
হে ধনি ভাবত তবে অন্তরে তোমার !
সামন্য কুটীরবাসী দুঃখী একবার ॥
যেইজন নিরন্তর শাক ভাত খে'য়ে।
এই পোড়া উদরেরে সান্ত্বনা করিয়ে ॥
মহোৎসাহে একমনে ধর্ম্মের কারণ।
রত হয়ে আছে আহা ! করি প্রাণ পণ ॥
তুলনা তাঁহার সহ হয় কি তোমার ?
তাঁহার নিকটে তুমি হও অতি ছার ॥

যে সুখ-রতনে পূর্ণ তাঁহার ও মন।
স্বপ্নেও সে সুখ তুমি কর কি দর্শন ?
যদিও এখন তাঁরে কর তুচ্ছ জ্ঞান।
কিন্তু পরকালে তুমি গেলে যমধাম॥
ঐ সাধুর কথা আহা, করিয়া স্মরণ।
মাথা আছাড়িয়া দুঃখে করিবে ক্রন্দন
অতএব ওহে ধনি ! ধরহ বচন।
ধৰ্ম্ম-ধনে ধনী তুমি হওরে এখন॥
ভীষণ নরক কথা ভাবিয়া অন্তরে।
বলিতেছি বার বার ইহা করযোড়ে॥
প্রাণ পণে পঞ্চশীল পাল গৃহিগণ।
নরক যাতনা নতু' না যাবে সহন॥

গৃহি-মুক্তি।

চির মুক্তিপথে যে'তে গৃহিনরগণ।
এক মাত্র "পঞ্চশীল" প্রধান গণন॥
সেই "পঞ্চশীল" কিবা! সম্যক প্রকারে।
বর্ণিত হ'তেছে এথা সবাকার তরে॥
প্রাণিহত্যা করিবেনা, হবেনা কারণ।
তাহাতে সুম্মতি পরে দিবেনা কখন॥

প্রাণি হননের কভু না হবে সহায়।
অপরে আদেশ আর নাহি দিবে তায়॥
আত্মবৎ সর্ব্বজীবে হৃদয়ে ভাবিবে।
প্রথম শীলের শিক্ষা, ইহাই জানিবে॥
পরদ্রব্য হরিবেনা, হবেনা কারণ।
তাহাতে সম্মতি পরে দিবেনা কখন॥
হেন আচরণে কভু না হবে সহায়।
অপরে আদেশ আর নাহি দিবে তায়॥
পরদ্রব্য লোষ্ট্রসম হৃদয়ে ভাবিবে।
দ্বিতীয় শীলের শিক্ষা ইহাই জানিবে॥
নিজ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্মতি গ্রহণে।
যথোচিত সময়েতে * সহবাস বিনে॥
করিবেনা, মিথ্যাকামচর্য্যা কদাচন।
দিবেনা সম্মতি পরে, হবেনা কারণ॥
হেন কুকর্ম্মের কভু না হবে সহায়।
অপরে আদেশ আর নাহি দিবে তায়॥
পরস্ত্রীকে মাতৃসম করিবেক জ্ঞান।
নিজ নারী বিনে সব মায়ের সমান॥

---

* অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে এবং স্ত্রীর রজস্বলাবস্থায় সহবাস ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গর্ভাবস্থা ও পীড়িত সময়াদিতেও অবৈধ।

বিবাহিত হয় নাই যেই সব মেয়ে।
তা'দিগে ভগিনী মত ভাবিবে হৃদয়ে॥
বেশ্যা পরনারী প্রতি নাহি দিবে মন।
স্বীয় রমণীতে তুষ্ট র'বে অনুক্ষণ॥
অপর পুরুষে আর রমণী নিচয়
পিতা সহোদর সম জানিবে নিশ্চয়॥
এই সব হৃদে সদা অঙ্কিত রাখিবে
তৃতীয় শীলের শিক্ষা, ইহাই জানিবে
মিথ্যা, বৃথা, কটু, ভেদ বাক্য চতুষ্টয়
বলিবে না যা'তে সদা কুফল ফলয়॥
এসবার ব্যবহারে অপরে কখন।
আদেশ সম্মতি নাহি করিবে অর্পণ॥
হবে না সহায় আর কারু তাহার।
যতনে করিবে সদা মিথ্যা পরিহার॥
নিরন্তর স্বীয় জিহ্বা শাসনে রাখিবে।
চতুর্থ শীলের শিক্ষা, ইহাই জানিবে॥
কিবা সুরা কিবা গাঁজা অহিফেন ভাঙ্।
নেসা মাত্র করিবে না সেবন কি পান॥
আদেশ সম্মতি পরে দিবে না তাহায়।
হবেনা তাহার আর কারণ সহায়॥

আন্তরিক ঘৃণা তাহে সতত রাখিবে।
পঞ্চম শীলের শিক্ষা, ইহাই জানিবে॥
লাভালাভ সুখ দুঃখ সুখ্যাতি অখ্যাতি।
নিন্দা-প্রশংসায় সদা রবে স্থিরমতি॥
এই অষ্টলোক ধর্ম্মে আপন হৃদয়।
কিছুমাত্র বিচলিত যেন নাহি হয়॥
বিষ সম পাপকর্ম্ম করি বিসর্জ্জন।
দৃঢ় চিত্তে করিবেক ধর্ম্ম আচরণ॥
বিষম বিপদ হেরি চঞ্চল না হবে।
শত বিপদেও ধর্ম্মে অটল রহিবে॥
সুশিক্ষিত অশ্ববরে করিলে প্রহার।
যেমন বর্দ্ধিত হয় দ্রুতগতি তার॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ নিশ্চয় তেমন।
ধর্ম্ম পথে বিপদেতে করিবে গমন॥
ধর্ম্মে আহ্লাদিত আর ধর্ম্মে রবে স্থিত।
ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবারে থাকিবে বাঞ্ছিত॥
আপনাকে বড় ছোট অন্যের সমান।
কদাচ হৃদয়ে নাহি করিবেক জ্ঞান॥
যে বাণিজ্যে নাহি হয় পাপ পরশন।
করিবে তেমন কর্ম্মে জীবন যাপন॥

ধর্ম্ম পথে থাকি সদা, জনক জননী।
পালিবেক পুত্র কন্যা নিজের রমণী॥
সভয়ে কুসঙ্গ সদা করিবে বর্জ্জন।
সাধু সঙ্গে রবে নিত্য আনন্দিত মন॥
মোহিত হবেনা কভু পাপ-প্রলোভনে।
কু'বিষয় স্থান যেন নাহি পায় মনে॥
মিথ্যা ধর্ম্মে করিবে না বিশ্বাস কখন।
সদ্ধর্ম্ম-বারতা হৃদে করিবে ধারণ॥
দীন দুঃখিগণে আর সন্ন্যাসী সুজনে।
যথোচিত দান দিবে আনন্দিত মনে॥
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" ভ্রমে না ভুলিবে।
সর্ব্বভূতে আত্মবৎ দর্শন করিবে॥
যা'তে হয় সবাকার দুঃখ বিমোচন।
এহেন সদ্ভাব হৃদে করিবে চিন্তন॥
অপরের ধর্ম্ম নিন্দা কভু না করিবে।
"পঞ্চশীল" গৃহি-রত্ন ইহা না ভুলিবে॥
অপর, যে কোন কালে ভিক্ষুর জীবন।
লভিতে সঙ্কল্প হৃদে রেখো অনুক্ষণ॥
কেননা, মুক্তির এই প্রশস্ত উপায়।
সার্থক জীবন, যেবা হেন পথে যায়॥

ইহকালেও ধার্ম্মিকের জয়
এবং পাপীর ক্ষয়।

যবে প্রভু দয়াময় বুদ্ধ ভগবান।
প্রচারেন স্বীয় ধর্ম্ম গিয়া স্থানে স্থান॥
হেন কালে নর এক ধর্ম্ম আত্মা অতি।
বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণিলা মহানন্দে মাতি॥
'যেই বোধিদ্রুম মূলে প্রভু ভগবান।
কর্ম্মবলে লভেছেন পরম নির্ব্বাণ॥
সেই তরু যেইজন করয়ে রোপণ।
তাহার পুণ্যের কথা না যায় বর্ণন॥'
ইহাতে তজ্জাত এক শাখা হৃষ্টমনে।
রোপিলেন অই ব্যক্তি ধর্ম্মের কারণে॥
কিন্তু সে বৃক্ষের শাখা যখন রোপিল।
অমনি তাঁহার এক পদ ভাঙ্গি গেল॥
অন্য এক রাজপুত্র কুবুদ্ধি করিয়া।
উহার প্রশাখা এক ফেলিল কাটিয়া॥
ইহাতে অমনি সেই বহু স্বর্ণ পে'য়ে।
রাজপুরে গিয়া র'ল আনন্দে মজিয়ে॥
এ অপূর্ব্ব কথা অতি শুনি বহুজন।
পরস্পর লাগিল সে বলিতে তখন॥

"যথা ধর্ম্ম তথা জয় শাস্ত্র মধ্যে শুনি।
যথা পাপ তথা ক্ষয়, ইহা মোরা জানি॥
এবে কেন হ'ল তার অন্যথা ঘটন।
চল মোরা যাই যথা পতিতপাবন॥
এ বলিয়া উপজিয়া বুদ্ধের গোচরে।
সাষ্টাঙ্গে নমিয়া সেই কথা কৈল তাঁরে॥
"ওহে প্রভু অতি এই কাণ্ড চমৎকার।
দেখিয়া বিস্মিত মোরা হইনু এবার॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শাস্ত্রের বচন।
যথা পাপ তথা ক্ষয় না যায় খণ্ডন॥
কিন্তু কেন বিপরীত হইল এবার।
সান্ত্বনা করুন প্রাণ বলি গুণাধার!"
তাহা শুনি ভগবান সহাস্য বদনে।
বলিতে লাগিলা তাঁর প্রিয় শিষ্যগণে॥
"ওরেরে প্রাণের মম যত শিষ্যগণ!
বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ॥
যে দিন ঐ সাধু উহা রোপণ করয়।
তাঁহার সে দিন ছিল মরণ নিশ্চয়॥
অই ব্যক্তি ধর্ম্ম আত্মা যাহা অতিশয়।
দিন দিন বহু ধর্ম্ম করেন সঞ্চয়॥

যদি তাঁর সেই দিন হইত মরণ।
পূর্ব্ব হ'তে ধর্ম্ম আর না হ'ত অর্জ্জন ॥
যাহে যোল আনা তাঁর যে'ত ক্ষতি হৈয়া।
সুবৃক্ষ রোপণ-পুণ্য সহায় হইয়া ॥
একমাত্র অঙ্গ ক্ষতি হ'বার কারণ।
হ'লনা তাঁহার আর মরণ তখন ॥
ধার্ম্মিকের অমূল্য সে, ক্ষণেক সময়।
কেননা, ধর্ম্মেই তাঁর জীবনের ক্ষয় ॥
উহার প্রশাখা আর কুবুদ্ধি করিয়া।
যেই জন একমাত্র ফেলেছে কাটিয়া ॥
চক্রবর্ত্তী রাজা আহা, হ'ত সেইজন।
কিন্তু অই মহাপাপে আর সে কখন ॥
পারিবেনা সেই উচ্চপদ লভিবারে।
(প্রত্যক্ষ কুফল ভোগে, মহাপাপে নরে ॥
তাহার বদলে সেই নিজ কর্ম্ম দোষে।
না জানিয়া অই স্বর্গে রয়েছে হরিষে ॥"
শিষ্যগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া।
ভগবান-পদধূলি মস্তকে লইয়া ॥
উচ্চারিয়া উচ্চরবে এই কথা কয়।
"জয় জয় ভগবান বুদ্ধদেব-জয় ॥

জানিনু নিশ্চয় মোরা জানিনু এখন।
সর্ব্বত্রেই ধার্ম্মিকের জয় সর্ব্বক্ষণ ॥
একালেও পাপীদের যথা তথা ক্ষয়।
জানিনু নিশ্চয় মোরা, অন্যথা না হয় ॥
কিন্তু হে পাঠক! কত ক্ষীণ চেতাঃ নরে।
এই কথা না ভাবিয়া সরল অন্তরে।
গমন করিয়া হায়, ধর্ম্ম লাভ তরে।
পূর্ব্বের কুকর্ম্মে যদি বিপদেতে পড়ে ॥
তখন হতাশ হয়ে করয়ে চিন্তন।
"আমিত ধরম পথে আছি অনুক্ষণ ॥
তবে 'কেন মম এত রাশি রাশি ধন।
বৃথা কাজে ব্যয় হায় হইল এখন॥
তাহে পুনঃ নরগণ কত নিন্দা করে।
কেনরে এদশা পৈল আমার উপরে ॥
অথবা 'অকালে কেন পিতা মাতাগণ।
মোরে ছাড়ি পরলোকে করিলা গমন?'
কিংবা 'কেন অকালেতে সহোদর ভাই।
পরলোকে গেল মোরে একাকী ফেলাই!'
নতুবা 'আমার কেন স্নেহের নন্দন।
শোকে মগ্ন করি মোরে করিল গমন?'

অথবা 'কুপুত্র হায়! কেন মম হৈল।
সুসন্তান কেন মম নাহি জনমিল?'
নতু' 'সন্তানের মুখ নারিনু হেরিতে।
কেনরে এদশা হায়! পড়িল আমাতে?'
অথবা 'আমার কেন ঘর পূড়ে গেল?'
নতু' 'চোরে ধন মম কেন চুরি কৈল?'
নতুবা 'আমার গরু কেন যায় মরে?
কি হবে উপায় মম কৃষিকাজ তরে!'
নতু' 'চাষে ধান মম কেন বার বার।
দশ জন হ'তে কম হয়রে আমার?'
অথবা 'কেন হে আমি এত শ্রম করি।
তথাপি সুখেতে বাস করিতে না পারি?'
ইত্যাদি বারতা ভাবি' ক্ষুদ্র চেতাঃগণে।
চিন্তারত হয়ে হায়! ভাবে মনে মনে॥
"শাস্ত্র মধ্যে লিখা আছে ধার্ম্মিক নিচয়।
ইহ-পর দুই কালে নিশ্চয় নিশ্চয়॥
মহাসুখে নিবসতি নিরন্তর করে।
ধর্ম্মই সতত রক্ষা করে তাঁহাদেরে॥
কিন্তু মম কাছে তার ঘটে বিপরীত।
জানিলাম জানিলাম এ কথা নিশ্চিত॥

নতু' কেন ইহে যারা পাপে রহে ভ্রমি।
তাহারা সম্ভোগে সুখ, দুঃখ ভোগি আমি ?"
হায় রে! এব'লি তারা ধর্ম্ম পথ হ'তে।
ফিরিয়া আসিয়া চরে অধর্ম্ম পথেতে॥
অতএব তাঁহাদেরে এই নিবেদন।
অই সব বৃথা বাক্য করিয়া বর্জ্জন॥
মহাবোধি বৃক্ষ শাখা রোপণ করিয়ে।
কি অবস্থা সেই জন ছিলেন লভিয়ে॥
তাঁহার সে কথা সবে স্মরণ করিয়া।
অনাথ পিণ্ডদে আর হৃদয়ে ধরিয়া॥
অমনি সংশয় সেই বিনাশ সাধনে।
সুলাভ করুন ধর্ম্ম সবে প্রাণ পণে॥
বৈদ্যপাড়া বৈদ্যানীর বসিয়া বিহারে
দীন নবরাজ ইহা, রচিল পয়ারে॥

ভগবানের নির্ব্বাণ গমন।

ক্রমে প্রভু দয়াময় পতিতপাবন।
অশীতি বর্ষেতে গিয়া কৈলা পদার্পণ॥
গমন সময় তাঁর নিকট জানিয়া।
বলিলেন আনন্দেরে প্রিয় সম্বোধিয়া॥

মহাবন কুটাসার বিহারে এখন।
একত্রে করহ ভাই, যত ভিক্ষুগণ॥
জীবনের শেষ কথা মম বিদ্যমান।
বলিব এখন আমি সবকার স্থান॥
তাকে যত ভিক্ষুগণ গম্ভীর ভাবেতে।
মিলিত হইলা আসি প্রভুর সাক্ষাতে॥
গুরুর অমৃত কথা করিতে শ্রবণ।
সকলে নিস্তব্ধ ভাব করিলা ধারণ॥
ভিক্ষুদের হৃদি মন করিয়া জাগ্রত।
অমৃত বারতা প্রভু কৈলা প্রকাশিত॥
শুনহে প্রাণের মম যত ভিক্ষুগণ!
প্রকাশ করেছি আমি যে ধর্ম্ম-রতন॥
করহ সকলে তাহা সুশিক্ষা সাধন।
নিরবাণ লাভে কর আত্ম সমর্পণ॥
অদম্য উৎসাহে আর ওহে ভিক্ষুগণ!
সর্ব্বত্র প্রচার সবে করি প্রাণপণ॥
এ পবিত্র ধর্ম্ম যেন চিরস্থায়ী হৈয়া।
সবাকায় দুঃখ হ'তে লয় উদ্ধারিয়া॥
ইহ-পরলোকবাসী সুখের কারণ।
যেনরে বিস্তৃত হয় মম এ ধরম॥

যে পবিত্র সত্য আমি করেছি প্রচার।
সংক্ষেপেতে তোমাদের বলি পুনর্ব্বার ॥
"চত্বার স্মৃত্যুপস্থান" শুন শিষ্যগণ !
"চত্বার সম্যক শ্রেষ্ঠ" তৎপর এখন ॥
"চত্বার 'সে' ঋদ্ধিপাদ" "পঞ্চবল" আর।
"পঞ্চেন্দ্রিয়" "সপ্ত 'সে' বোধ্যঙ্গ" পরে তার ॥
"অষ্টাঙ্গিক মার্গ" আর ওহে ভিক্ষুগণ !
রাখিবে অঙ্কিত সবে হৃদে অনুক্ষণ" ॥*
দীন নব এই সব করে বিরচন।
হেরিতে তাহার অই বুদ্ধ প্রাণধন ॥

---

* অষ্টাঙ্গিক মার্গ,—সৎদৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সৎবাক্য, সৎকর্ম্মান্ত, সৎ আজীব, সৎ ব্যায়াম, সৎস্মৃতি ও সৎ সমাধি।

১। সৎদৃষ্টি,—চক্ষুর্সত্য বিষয়ক ন্যায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ দুঃখ জ্ঞান—দুঃখ কারণ জ্ঞান—দুঃখ-নিরোধ জ্ঞান—ও দুঃখ-নিরোধ-প্রতিপদ্-জ্ঞান। এই জ্ঞান চতুষ্টয়ের সম্যক্ প্রতীতিই সৎ-দৃষ্টি। মিথ্যা-দৃষ্টি বড়ই দূষণীয়, সৎদৃষ্টি জ্ঞানে কেহ ভ্রান্ত বিশ্বাস হইলে, তাহার প্রত্যেক বিষয়েই ভ্রান্তি জন্মিবে। অতএব এই সর্ব্ব প্রথম স্থাপিত সদ্দৃষ্টি সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে হয়। ইহার উপরই মনুষ্যের ভবিষ্যতের কার্য্যসমূহ নির্ভর করে।

২। সৎসঙ্কল্প,—ইহা তিন ভাগে বিভক্ত।

(১) নৈষ্ক্রম্য সঙ্কল্প—(২) অব্যাপাদ সঙ্কল্প—
(৩) অবিহিংসা সঙ্কল্প।

অতঃপর ক্রমে ক্রমে পতিতপাবন।
কুশীনগরাভিমুখে করিলা গমন॥

---

(১) নৈষ্ক্রম্য সঙ্কল্প—যে কোন জীবনে শান্তিময় ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করিবার সুদৃঢ় সঙ্কল্পই এই সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য। ইহা প্রত্যেক সৎবৌদ্ধেরই মুখ্যোদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

(২) অব্যাপাদ সঙ্কল্প—কাহারও অনিষ্ট কামনা না করিয়া, সকলের উন্নতি কামনা করাই এই সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য। এই মৈত্র ভাবনাটী প্রত্যেক বৌদ্ধেরই দৈনিক কার্য্যকলাপে নিহিত রাখিতে হয়। যে কেহ, নিজের সুখ যেমন অভিলাষ করেন তদ্রূপ, দৃশ্য-অদৃশ্য, ছোট-বড় সমুদয় প্রাণীরই সুখ অভিলাষ করিবেন।

(৩) অবিহিংসা সঙ্কল্প—অহিংসা সঙ্কল্প, কোন প্রাণীর কষ্ট বা বিনাশ সাধন না করাই এই সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য। ইহার প্রকৃতিটী, পূর্ব্বোক্তটীর প্রকৃতির অনুরূপ।

৩। সৎবাক্য,—ইহা চারি প্রকার; মৃষাবাদ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বিরতি—পিশুন বাক্য বিরতি—পরুষ বাক্য বিরতি —এবং প্রলাপ বা বৃথাবাক্য বিরতি।

৪। সৎকর্ম্মান্ত,—সৎকার্য্য, ইহা তিন প্রকার; প্রাণি হত্যা বিরতি—অদিন্নাদান বিরতি—এবং ভিক্ষুর পক্ষে অব্রহ্মচর্য্য বিরতি,—ও গৃহীর পক্ষে মিথ্যাকামচর্য্যা বিরতি।

৫। সৎ আজীব,—সদুপায়ে জীবিকা আহরণ; ভিক্ষুগণের আর্য্য শ্রাবকগণের ন্যায় জীবিকা আহরণ—এবং গৃহিগণ

পথেতে পাওয়া গ্রামে উপনীত হয়ে।
স্থান ঠিক করিলেন বিশ্রাম লাগিয়ে॥
চুন্দ নামে ছিল তথা এক কর্ম্মকার।
বিশ্রামের স্থান হৈল আম্রবনে তাঁর॥

মৎস্য-মাংস, জীব, অস্ত্রশস্ত্র, সুরা ও বিষ এই পঞ্চ বাণিজ্য বিবর্জ্জিত ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা আহরণ।

৬। সৎব্যায়াম,—সৎচেষ্টা; উৎপন্ন পাপদূরের চেষ্টা—অনুৎপন্ন পাপ অনুৎপাদনের চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল অর্থাৎ পুণ্য বা সাধুভাব উৎপাদনের চেষ্টা, এবং উৎপন্ন কুশল অর্থাৎ পুণ্য বা সাধুভাবের উত্তরোত্তর বর্দ্ধন জন্য চেষ্টা। ইহাকে—"চৎার সম্যক প্রধান" বলে।

৭। সৎস্মৃতি,—মনের উপযুক্ত সাম্যাবস্থা লাভ করিতে গভীর ধ্যান এবং আত্মবিলয়ই সৎস্মৃতি। ইহা চারি প্রকার; (১) কায়ানুদর্শী স্মৃত্যুপস্থান—(২) বেদনানুদর্শী স্মৃত্যুপস্থান—(৩) চিত্তানুদর্শী স্মৃত্যুপস্থান—(৪) ধর্ম্মানুদর্শী স্মৃত্যুপস্থান।

(১) কায়ানুদর্শী স্মৃত্যুপস্থান—রূপ অর্থাৎ আকৃতি বিষয় স্মরণ বা ধ্যান। মনুষ্য শরীর অতি অপবিত্র, ইহা মাংস, রুধির, অস্থি ও চর্ম্ম ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। তজ্জন্য 'এই' অথবা অন্য কোন শরীরকে অতিশয় ভালবাসিবেনা, অথবা এই শরীরের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ইহার যেন কষ্টেরও উৎপাদন করা না হয়।

(২) বেদনানুদর্শী স্মৃত্যুপস্থান—এই শরীর সুখজনক এবং বিরক্তিজনক বোধের অধীন (ইহার দ্বারা সুখ ও বিরক্তি

একথা শুনিয়া চুন্দ অতি হৃষ্ট মনে।
উপনীত হৈল ত্বরা গিয়া সেই স্থানে॥
সুগতের সৌম্যমূর্ত্তি করি দরশন
অলৌকিক কথা আর করিয়া শ্রবণ॥
পরদিন সেই চুন্দ আপন ভবনে।
সশিষ্যেতে নিমন্ত্রণ কৈল ভগবানে॥

উৎপন্ন হইয়া থাকে) অতএব এই উভয় বোধের প্রতি উদাসীন থাকিবে। ইহা ইন্দ্রিয়জনিত দুঃখ স্মরণ বা ধ্যান।

(৩) চিত্তানুদর্শী স্মৃত্যুপস্থান—ইহা চিত্তের আকৃতি (অবস্থা) বিষয়ক চিন্তা বা ধ্যান। যাহা সুখদায়ক চিন্তাকে ভালবাসে এবং অশুভ চিন্তাকে ঘৃণা করে। মন, একটী নিষ্কলঙ্ক পবিত্র শুভ্র বস্ত্রের ন্যায় (যেমন শুভ্র বস্ত্র যাহাতে নিমজ্জিত হয়, তাহার বর্ণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনও, ইহার চিন্তা বিষয়ের দ্বারা কলুষিত হয়)। কিন্তু একটী সূচিকা যেমন চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মনও স্বভাবতঃ বিভিন্ন বস্তুর দিকে ধাবিত হয়, এবং তাহাতে কলঙ্কযুক্ত হয়।

(৪) ধর্ম্মানুদর্শী স্মৃত্যুপস্থান—মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিচয় স্মরণে তাহাকে (মনকে) সর্ব্ব প্রকার অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করা। মন, শরীর এবং ইন্দ্রিয়ও স্বয়ং মনের বিষয় চিন্তা করিবে। কারণ, ইহা স্বভাবতঃই—সৎকার্য্য করিতে অক্ষম এবং ইন্দ্রিয় সুখে (স্বভাবতঃই) আকৃষ্ট হয় ইহাকে "চত্বার স্মৃত্যুপস্থান" বলে।

চুন্দ সে পিষ্টক, অন্ন, প্রস্তুত করিল।
শুষ্ক শূকরের মাংস আর তৈয়ারিল ॥
অনন্তর দয়াময় বুদ্ধ ভগবান।
শিষ্যগণ ল'য়ে তথা করিলা প্রস্থান ॥

৮। সৎসমাধি,—মনের এই সেই উচ্চতম অবস্থা, যখন চিন্তা বা ভাবনা শান্তিরসে পূর্ণ হয়। ইহা অসাধারণ বিশ্বাস ও আত্মদর্শনের উচ্চসীমা। ইহা দ্বারা অতি উচ্চধর্ম্ম বিষয়ক আনন্দ এবং দুঃখ বর্জ্জিত সুখময় শান্তি উৎপন্ন হয়। কাম, ক্রোধাদি রিপুর অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া,সেই সমাধিস্থ ব্যক্তি ব্যগ্রতার সহিত সৎচিন্তার অনুসরণ করেন এবং বুদ্ধও নির্ব্বাণের প্রতি ধর্ম্মবিশ্বাসের দ্বারা সুখী হন। ইহাতে মন নিজেই অতি সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়া নির্ব্বাণের জ্যোতিঃ দেখিতে পায় এবং নিজেও আলোকিত হয়। এই সমাধির ক্রম পরম্পরা বিভাগীকৃত উন্নতাবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। (অষ্টমার্গের—এই শেষটি অতি গুরুতর বিষয়)।

চত্বারঋদ্ধিপাদ,—ছন্দঃঋদ্ধিপাদ, বীর্য্যঋদ্ধিপাদ—চিত্ত ঋদ্ধিপাদ—ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ। অর্থাৎ গভীর ধ্যান ও পাপের সহ সংগ্রাম সহকারে অর্হত্পদ পাইতে দৃঢ় ইচ্ছা, দৃঢ় চেষ্টা, তজ্জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করা ও বিচার করা।

পঞ্চবল,—শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস বল, বীর্য্যবল (চেষ্টা বা উৎসাহ), স্মৃতিবল,সমাধিবল ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানবল।

পঞ্চেন্দ্রিয়—শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্য্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

ভোজন সময়ে চুন্দে করিলা বারণ।
শিষ্যগণে মাংস যেন না করে অর্পণ॥
পূর্ব্ব জনমের কোন নিগূঢ় কারণে।
করিলা গ্রহণ নিজে, চুন্দের ভবনে॥
ক্রমে প্রভু ভগবান ঐ কুশীনগরে।*
মালরাজ শালবনে উপজিলা পরে॥
অতি রমণীয় আহা সেই শালবন।
তার মাঝে পুনরায় পতিত পাবন॥
জিজ্ঞাসেন আপনার প্রিয় ভিক্ষুগণে।
"যদিও সংশয় কোন থাকে এ ধরমে॥
কিবা বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ, মার্গের মাঝার।
বল বল শীঘ্র তবে গোচরে আমার॥
তন্ন তন্ন করি-আমি এহেন সময়।
সন্দেহ ভঞ্জন করি ওহে শিষ্যচয়!"

---

* সপ্ত বোধ্যঙ্গ.—স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ, ধর্ম্ম প্রবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ (অনুসন্ধিৎসা), বীর্য্যসম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ।

* কুশীনগরের বর্ত্তমান নাম কাশিয়া। এই স্থান বারাণসীর ১১০ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে। বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে ৫০ ক্রোশ অন্তরে স্থাপিত।

ভগবান বারত্রয় একথা পুছিলা।
কিন্তু তার প্রত্যুত্তর কেহ নাহি দিলা॥
পতিত পাবন প্রভু বুদ্ধ ভগবানে।
জানিল্লা তাঁহার যত প্রিয় শিষ্যগণে॥
এবিষয়ে তিলার্দ্ধও নাহিক সংশয়।
তথাপি বলেন প্রভু দয়াল হৃদয়॥
"ওহে মম প্রাণাধিক প্রিয় ভিক্ষুগণে!
এই মম শেষ কথা করহ শ্রবণ॥
এই যে মানব দেহ আর এ শকতি।
চির কাল একভাবে নাহি করে স্থিতি॥
এবিষয় দৃঢ়রূপে ধরি স্ব স্ব মনে।
মুকতি সাধন কর সবে প্রাণ পণে॥"
এবারতা মহাপ্রভু বলিয়া তখন।
পতিতের ত্রাণকারী পতিত পাবন॥
প্রকৃতির লীলাভূমি সেই শালবনে।
অশীতি বর্ষের কালে গেলেন নির্ব্বাণে॥*
কোথা গেলে ওহে প্রভু বুদ্ধ ভগবন!
এদাসেরে সঙ্গী কেন না কৈলে তখন?

---

* খৃষ্টের জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান নির্ব্বাণ গমন করেন।

সে কালে আমার কথা কেমনা স্মরিলে ?
কিরূপে থাকিব আমি এই ভবানলে !
তুমিইত মম প্রভু জীবনের ধন।
সেধন বিহনে কিসে ধরিব জীবন !
কি হবে আমার গতি ওহে দয়াময় !
ডুবে গেল শোক দুঃখে এ মম হৃদয় ॥
হায়ের !এমুখে আর বাক্য নাহি সরে।
মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ে যেন গেল চির তরে ॥
হেন সুখ দিন মম হইবে কখন।
মিশিবে তোমার সনে যবে প্রাণমন ॥
কবে এ সংসারবাস বিসর্জ্জন করি।
তব তরে হব আমি পথের ভিখারী !
কাষার বসন কবে করিয়া ধারণ।
নগর নগরান্তরে করিব ভ্রমণ !
বন্যফল মূলে কবে জীবন তোষিব।
ভিক্ষা হেতু দ্বারে দ্বারে কখনি ভ্রমিব ॥
পর্ব্বত কন্দরে কিম্বা গহন কানন।
সিংহ ব্যাঘ্র সনে কবে হইবে মিলন !
তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম করিয়া কীর্ত্তন।
দেশ দেশান্তরে কবে হব তৃপ্ত মন ॥

হায় হেন দিন মম কখন উদয়।
বিষয়-অনলে নাহি দহিবে হৃদয় ॥
তুমিই হইবে মাত্র যবে চিন্তাসার।
চিন্তার কারণ কিছু নাহি র'বে আর ॥
ভগবন! হেন দিন যত ত্বরা হয়।
আশীষ করুন দাসে হইয়া সদয় ॥

সম্পূর্ণ।